[illegible] বাজার [illegible]

মূল্য: — অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ডাক মাশুল [illegible] বৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল [illegible] অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ডাক মাশুল [illegible] টাকা। প্রতি খণ্ড।৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের [illegible] প্রতি পংক্তি [illegible] দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৴০, চতুর্থ ও ততোধিকবার [illegible] আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি [illegible] আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতা [illegible] ৬ই ফা[illegible] [illegible] পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ সাল। } ১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

নিম্ন লিখিত [illegible] শিক্ষিত ঔষধ কলিকাতা [illegible] ৮ নং [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবু [illegible] [illegible]

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর্। [illegible] অতিসার ও উলাউঠা [illegible] [illegible]কারী এবং ইহা দ্বারা [illegible] [illegible] করিয়াছে। মুল্য ।।৹ [illegible]

২। গ্রীষ্মকালীন [illegible] [illegible] এক চামচে [illegible] শরীর স্নিগ্ধ, হজমীকারক, [illegible]কারক ও পেটের উপদ্রব [illegible] [illegible]লা ।।৵০

৩। বৃহৎ হিম সাগর [illegible] [illegible]কৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহ[illegible] [illegible] রোগ সকল বিশেষ উপকার [illegible] মাথা [illegible] বেদনা [illegible] উদ্গার ইত্যা[illegible]

৪। বাতরাজ তৈল। [illegible] ইহাতে বিবি[illegible] বাত [illegible] কামড়া[illegible] [illegible] কণকণে, হাত পা অবশ, বা [illegible] ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। মুল্য ৸০

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, [illegible]লকাণ, [illegible] পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা [illegible] শোণিতবিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মল্য। ৸০

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।।০

৭। শরীর শোধক বটিকা। যে ধাতুস্থ পীড়া, বহুমুত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রীলোকে বাধক পুরা[illegible] কাশী, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অর্শ, [illegible]লতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৵০

৮। [illegible] ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। [illegible] নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের [illegible]দন, কামড়ানি, ও গ্রহিণী পীড়ার শীঘ্র উপশম হইবে। মুল্য ৸০

৯। [illegible] রোগ ও ঘার অতি উত্তম [illegible] [illegible]সংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ [illegible] ঘা। যথা নুতন পুরাতন [illegible] ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, [illegible] ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা [illegible]

[illegible] এস. কি. দে, এণ্ড সি, এম [illegible]

[illegible]

বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পুর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমুত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমুত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্ব প্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নি[illegible] আরোগ্য হয়।

[illegible]ক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা ৫ টাকা
ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া [illegible] টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ [illegible] টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দুর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়। [illegible] কৌটা ।।০ ডাকমাশুল ।০ আনা।

সুধাংশু শুভ্রৈব।

[illegible]রা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন ([illegible] [illegible]তা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিস্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বৰ্দ্ধি[illegible] [illegible] বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, [illegible]কানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্‌গন্ধযুক্ত। [illegible] শিশি ৸০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

শ্রী[illegible]নোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ-কর্ম্মাধ্যক্ষ।

[illegible]বর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা বোড়া[illegible] [illegible] চিৎপুর রোড ৩[illegible] [illegible] গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মুল্য ২।০ [illegible] ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।

[illegible]ন প্রয়াণ কাব্য।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর
প্রণীত।
মূল্য ১।০ পাঁচ শিকা।
কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও কেনিং [illegible] ত্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা [illegible] উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র [illegible] প্রণীত। [illegible] বহুবাজার [illegible] [illegible] ষ্টী[illegible] ক্যানিং [illegible] পাওয়া যায়। মূল্য [illegible] [illegible] মাশুল [illegible]

[illegible] আশ্চর্য্য পিল।

[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] শুন্ডির, বেল [illegible] [illegible] সম্প্রতি ক্রমে [illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] পিল [illegible] নামক বটি[illegible] ঔষধ [illegible] [illegible] ঔষধাপেক্ষা [illegible] উপকারী [illegible] সাধারণকে প্রস্তুত করিতেছেন [illegible] [illegible] ২০ [illegible] মেডিকেল হলে উক্ত বটি[illegible] এক বাক্স ১ এক টাকা মাত্র। [illegible] তিনি প্রত্যহ [illegible] [illegible] বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা [illegible] রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

যৌবনে যোগিনী।
(ঐতিহাসিক কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং ষ্ট্রীটে, ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

ডি মিত্র এণ্ড কোং।

ফটো আর্টীষ্ট।

কলিকাতা গরানহাটা ৩৪৮ চিতপুর রোড রিডিং রুম বাটিতে নানাবিধ বড়২ ফটোগ্রাফি সাহেব দের ন্যায় উত্তম এবং ইন গ্রেভিং ও অন্যং ছবি সকল অত স্বল্প মুল্যে করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসের বর্ত্তমান অতি উত্তম বড়২ ছবি ।।০

প্রিন্স অব ওয়েলসের বিবাহের সময়ের সম্রিক বড়২ ছবি ।।০

কুইন ভিক্টরিয়ার বড়২ ছবি মূল্য ।।০

মফস্বলে ৴০ আনা ডাকমাশুল লাগিবে।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথী ঔষধ আনাইয়াহি। ডাইলউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত ... নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ... এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রনীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান	মায় ডাকমাশুল
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ২য় সংখ্যা	১৷৵০
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম সংখ্যা	১৷৵০
অর্শরোগের মহৌষধ	১।।০
রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন	
টাকরোগের মহৌষধ	১।।০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ১০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী
৩৪ নং ... ওয়ালিস্ট্রীট।

নূতন পুস্তক।

চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজটরি, মেছুয়াবাজার ৮৪নং এবং প্রধানং পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মুল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০

গুপ্ত কথার সাদৃশ্য 'গুপ্ত লিপি' নামক রহস্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এজেণ্ট আফিসে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্রের নিকট বা ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট প্রাপ্তব্য।

প্রাত বৎসর মুল্য ১০ আট আনা
মফস্বলে অগ্রিম চারি মাসের মুল্য মায় ডাক...

যে কোন সংখ্যা একত্রে ১২ কপি লইলে ডাকমাশুল লাগিবেনা।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

	মূল্য	ডাকমাশুল
বেদান্ত প্রবেশ	১	৵০
সৃষ্টি (শাস্ত্রসম্মত)	১	৵০
বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি	১	৵০
অধিকারতত্ত্ব	।।০	৵০

কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে ও আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

বীরমালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্ট্যানহোপ, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মুল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দা...

পৃথ্বিরাজ।

অথবা ভারতের সুর্য্য যবন করলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং স্ট্রেণ্ড রোডে,ও শ্যাম বাজার নব প্রেসে প্রাপ্তব্য।

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট ... দীপিকা

পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর আপার চিতপুর ত্রৈলক্য নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রমোদ কানন কাব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীগৌরীকান্ত বর্ম্মণ কর্ত্তৃক বিরচিত।

৫৫ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট বড় বাজার, লাইব্রেরি এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

এই প্রমোদকানন ... খানি সুকৌশলে রচিত এবং গ্রন্থকার স্বকীয় বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন ফলতঃ এ খানি যে সাধারণের প্রমোদ জনক ইহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সম্পাদক দিগের অভিপ্রায়।

লেখক যে এক জন বিদ্বান, ... এবং ভাবুক ব্যক্তি, তাহা তাঁহার গ্রন্থ মাত্রেই অনুভূত হয় —এডুকেশন গেজেট।

প্রতিমূর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস অর্থাৎ ... একাধিক সহস্র রজনীর ... শ্রবণ নামক পুস্তক খানি ... খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। যাঁহার প্রয়োজন হইবে নিম্ন লিখিত স্থানে মুল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন। মুল্য ২।।০। ভাল বাঁধাই ... এবং ডাক মাশুল ।।০ আনা।

জেনারল লাইব্রেরি
১১৫ নং চিতপুর রোড } শ্রীবেণী মাধব ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল দত্ত ... বগুড়া
' ' নব কুমার বন্দোপাধ্যায় চুচড়া
' ' ... চন্দ্র চৌধুরী পাহাড়ি
' ' ... পোম্বর দে সিউড়ী
' ' ... নাথ বন্দোপাধ্যায় লোহাগড়া যশোর
' ' দীন দয়াল প্রামানিক শান্তিপুর
মুনসি গোলাম আলী চৌধুরী হাটুরিয়া বরিশাল
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায় নওয়াগ্রাম ঢাকা
' ' আনন্দ চন্দ্র সেন বাকরগঞ্জ
' ' কালী চরণ ঘোষ যশোর
রাজা লক্ষণ প্রসাদ গর্গ মহিষাদল
শ্রীযুক্ত বাবু মন মোহন সিংহ জাজপুর
' ' জগৎ চন্দ্র ঘটক জলপাইগুড়ি
' ' দক্ষিণা মোহন রায় বেনারস
' ' বৈকণ্ঠ নাথ রায় জাহানাবাদ
' ' দিন নাথ দাস দিনাজপুর
' ' রাম গোপাল সেন ভাগলপুর
' ' রাজ নারায়ণ চৌধুরী সিলেট
' ' নবকৃষ্ণ রায় সিলেট
' ' মথুরানাথ পাল বেণুয়া ডহরি কৃষ্ণনগর
' ' রামচন্দ্র চৌধুরী চোহাটা শ্রীহট্ট
' ' রাজ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাচথুপী
' ' তারিণী কান্ত রায় দিনাজপুর ... হাড়পুর
' ' রাজা কালি প্রসন্ন গজেন্দ্র গড় খণ্ডরই
H. Gillon Esq. Meherpore 5 8
' ' প্রাণ নাথ সেন হাবড়া
' ' রাম মোহন দত্ত আলিপুর
' ' অতুল কৃষ্ণ রায় গরিবপুর হুগ...
' ' শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় কটক
' ' বিপিন বিহারী মজুমদার
কৃষ্ণ কুমার ঘোষ ব্রাহ্মণ ...

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান লীগের সংগ্রাম।

ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী। রাজ পুরুষের রাজ্যশাসনে দেশীয়দিগের কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। শুদ্ধ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একাধিপত্য করেন না, মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধেও বাঙ্গলা দেশে গবর্ণমেণ্ট এই রূপ একাধিপত্য করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন যে, কলিকাতাবাসীরা বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেক উন্নতি করিয়াছে, কলিকাতার মিউনিশিপ্যালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহের কতক ভার কলিকাতাবাসীদিগকে গবর্ণমেণ্টের অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের মিউনিশিপ্যালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার এই সমুদয় স্থানের করদাতৃগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে করদাতারা মিউনিশিপ্যালিটীর কার্য্য আপনারা নির্ব্বাহ করেন। কলিকাতাবাসীরা এই সকল স্থানের লোক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অপর স্থানের লোককে যে ভার অর্পণ করিয়াছেন নগরবাসীদিগকে সে ভার না দিলে অবিচার হইবে। লীগের প্রার্থনানুসারে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার মিউনিশিপ্যালিটী সম্বন্ধে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে কলিকাতার জষ্টিশদিগের সংখ্যা ৭২জন হইবে, ইহার এক ভাগ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন এবং দুই ভাগ করদাতারা নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু এই আইনে কতক গুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহাতে কোন কোন বিষয়ে জষ্টিশগণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কতক গুলি ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন তবে এই ক্ষমতা বলে জষ্টিশদিগের স্বাধীনতা অনায়াসে হরণ কি অকর্ম্মণ্য করিতে পারেন। এই আইনটী লইয়া ইণ্ডিয়ান লীগ ও ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনে সংগ্রাম। লীগের সভ্যেরা বলেন যে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন দ্বারা যত কঠোর শাসনই প্রবর্ত্তনা করুন, কিন্তু ইহাতে করদাতৃদিগকে যে জষ্টিশ নিয়োগ ও বিয়োগ করার ভার অর্পণ করিতেছেন তাহার কোন ভুল নাই। সুতরাং আমরা ইহা দ্বারা মিউনিশিপ্যালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহের কতক ভার প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা এখন যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হই। পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা গুলি প্রাপ্ত হইবার যত্ন করিব। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের সভ্যেরা বলেন যে ইহা লইয়া আমরা কি করিব। যদি আমাদিগের হস্তে মিউনিশিপ্যালিটীর ভার অর্পণ করা হয় তবে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হউক, আমরা অর্দ্ধ ক্ষমতা চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে কোন দেশে একেবারে সম্পূর্ণ কোন স্বত্ব প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জষ্টিশেরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে কমিশনার পদে নিযুক্ত কি উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। এই আইন প্রচলিত হইলে জষ্টিশেরা করদাতৃদিগের ভৃত্য হইলেন। এখন গবর্ণমেণ্ট স্বকার্য্য সাধন উদ্দেশে যত ইচ্ছা জষ্টিশ নিযুক্ত এবং গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত কার্য্য করা স্বভাবতঃ তাহাদের ইচ্ছা। তাহারা করদাতৃদিগের স্বার্থ অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি করেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে করদাতারা তাহাদের বিধাতা হইবেন সুতরাং তাঁহারা করদাতৃদিগের হিতাহিত চিন্তা করিবেন। করদাতারা আবার এরূপ ব্যক্তিকে জষ্টিশ পদে নিযুক্ত করিবেন যিনি তাহাদের হিত দেখিবেন। যদি কোন জষ্টিশ করদাতৃদিগের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন করদাতারা তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক দূর করিয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং এখন যেরূপ জষ্টিশেরা স্বকার্য্য সাধনে ঔদাস্য দেখান, এখন যেরূপ করদাতৃদিগের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া তাহাদের স্বার্থ বিস্মৃত হন তখন তাহা আর কেহ পারিবেন না। তখন রবার্টস সাহেব কি তত্তুল্য কোন ব্যক্তি বাইসচেয়ারম্যান পদের আকাঙ্ক্ষী হইলে তিনি অনায়াসে তাহা পাইবেন। তখন বাবু [illegible]কৃষ্ণ দাস পাল আর হগ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কলিকাতার বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে মত দিতে কেহ সাহস করিবেন না, অথবা গতবার যখন বাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হন তখন যেরূপ নানা ছলনা করিয়া মিউনিশিপাল সভায় অনেক সভ্য অনুপস্থিত হন তাহা করা আর কাহার সাধ্য হইবে না। তখন করদাতারা প্রতি জষ্টিশের কার্য্য মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন এবং প্রতি জষ্টিশ পদচ্যুত হইবার ভয় করদাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণ পণে যত্ন করিবেন। যদি করদাতারা ও জষ্টিশেরা মিউনিশিপাল কার্য্যের উন্নতির প্রতি এই রূপ মনোযোগ দেন তাহা হইলে অচিরাৎ যে বিস্তর মঙ্গল হইবে তাহার কোন ভুল নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়াশনের সভ্যেরা বলেন যখন গবর্ণমেণ্টের হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিতেছে যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন তখন জষ্টিশদিগের দ্বারা কি মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন যে হয় জষ্টিশদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক নচেৎ আমরা না দেখান ইলেকটিব সিসটেম চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কলিকাতা মিউনিশিপ্যালিটির উপর গবর্ণমেণ্টের চিরকাল অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, সুতরাং এখন তাঁহারা যে আইন করিতেছেন তাহাতে আমাদের আর অধিক অনিষ্ট কি হইবে যে আমরা তাহার প্রতিবাদ করি। গবর্ণমেণ্ট এখন ইচ্ছা করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলেই ব্যয় করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেন আর টনিয়ার সাহেব ৩৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট রবার্টস সাহেবকে বাইসচেয়ারম্যান হইতে দিবেন না সংকল্প করিলেন কেহ তাঁহাকে বাইসচেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। সে দিন ডাক্তার পেইনকে মাসে দুই হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল। গবর্ণমেণ্ট এই রূপ শত শত স্থানে স্বেচ্ছাচারিতা দেখান এবং যখন এই রূপ স্বেচ্ছাচার কার্য্য করেন তখন কেহ উহা নিবারণ করিতে পারেন না। সেখানে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যত ক্ষমতাই নিজ হস্তে গ্রহণ করুন তাহাদের এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা কিছু নাই যাহা ইহা কর্ত্তৃক তাহাদের হস্তে অর্পিত হইতে পারে। তবে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে একটী গুরুতর স্বত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন। এখন গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যত ইচ্ছা তত জষ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন তবে করদাতৃদিগের মঙ্গলাকাংক্ষী স্বাধীন জষ্টিশদিগকে দূর করিয়া তাঁহাদিগের স্থানে নিজের অনুগত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ২৪ জন জষ্টিশের অধিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, অপর [illegible] জন করদাতারা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যদি এই ৪৮ জন জষ্টিশ করদাতৃদিগের মঙ্গলাকাংক্ষী হন, তাঁহারা যদি নিস্বার্থ ভাবে কলিকাতাবাসীদিগের [illegible] কামনা করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউন পরিণামে করদাতৃদিগের জয় হইবে। লীগ এই সমুদয় কারণে এই প্রস্তাবিত আইনের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের মতে এটি অন্যায় হইতেছে। লীগ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের সভ্যদিগকে দয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে দেশীয় লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে কলিকাতার করদাতৃদিগের পরিণামে মঙ্গল হয় তাঁহারা যেন তাহার বিরোধী না হন। লীগের পক্ষে কলিকাতার করদাতারা, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের পক্ষে কলিকাতার জষ্টিস ও সাহেবেরা। [illegible] দেখিতেছেন যে এই আইন জারি হইলে [illegible] ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, তাঁহারা দেখিতেছেন, যে তাহা হইলে অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক জষ্টিশেরা আর তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের যাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এই রূপ লোককে তাহারা কমিশনার পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অপর পক্ষের লোকেরা ভয় করিতেছেন যে করদাতার হস্তে জষ্টিশ [illegible]গের ভার অর্পিত হইলে তাঁহাদের পদ [illegible] হইবেনা। ইংরাজেরা ভয় করিতেছেন [illegible] তাহা হইলে তাঁহারা এত কাল কলিকাতায় করদাতৃদিগের অর্থ লইয়া যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে ছিলেন পাছে তাহার প্রতি বন্ধক ঘটে। লীগ ও য়্যাশোসিয়েসানে ইহাই লইয়া তুমুল সংগ্রাম। এক দিনে এক সময় দুই সভা তাহাদের নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন। লীগ একাকী উদ্যোগ করেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়াশন নিজে, সাহেবেরা, সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা সকলে একত্রিত হইয়া উদ্যোগ করেন। লীগ বিজ্ঞাপন দ্বারা হাণ্ডবিলের দ্বারা এবং প্লাকার্ডের দ্বারা করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন এবং [illegible] লোককে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের সভ্যেরা কলিকাতার বাটী বাটী গিয়া ধন্না দেন, য়্যাশোসিয়েশনের [illegible] কখন কোন স্থানে গমন করেন নাই তাঁহারা বাটী বাটী ভ্রমণ করেন। অন্যূন দশ হাজার নিমন্ত্রণ পত্র ইহারা বিলি করেন। ইহাদের দলস্থ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা আর একটী কার্য্য করেন। যাহাতে লীগের আহুত সভাতে লোক না যায় ইহারা এই রূপ যত্ন করেন। মিরার প্রথম লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে চাহেন না। তিনি লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিয়া এই বিজ্ঞাপনের সম্বাদ সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া অপর [illegible] বলিয়া দেন। তাঁহারা এই সম্বাদ [illegible] পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। আবার তাহার পরে মিরার লিখেন যে লীগের সভ্যেরা ঈর্ষা[illegible] হইয়া ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েশনের [illegible] দেখি আর একটী সভা আহুত করিতেছেন। [illegible] তাহার পর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু [illegible] সভ্যেরা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে [illegible]

য টাউনহলে সভা হইবে, তিনি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ন্যাশনাল থিয়েটরে সভা হইবে। ষ্টেটসমান কলিকাতাবাসী লোককে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন যে, কেহ লীগের সভায় না যায়, আবার বিজ্ঞাপনে লিখেন যে থিয়েটরে সভা হইবে। লীগের বিপক্ষ এই রূপে নানা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হন। দুই স্থানে নির্দ্ধারিত সময় সভা আরম্ভ হয়। য়্যা শাশিয়েসন গৃহ দুই শত কি আড়াই শত লোক উপস্থিত হন। লীগের সভায় দুই হাজার লোকের অধিক আগমন করেন। লীগ গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতেছেন যে, তাহাদিগকে তাঁহারা যে কমিশনার নিযুক্তের ভার দিতেছেন তাহার নিমিত্ত তাহারা কৃতজ্ঞ হইলেন, তবে আইনে যে সমুদর অনিষ্টকর বাধা আছে তাহা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, এখন যে আকারে ইলেকটিব প্রণালী গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন ইহা অপেক্ষা কলিকাতায় যে প্রণালীতে মিউনিসিপ্যাল কার্য্য হইতেছে তাহা মঙ্গলদায়ক অতএব হয় সম্পূর্ণ ভার করদাতাদিগকে দেওয়া হউক, নচেৎ তাহারা কিছু চান না। লীগের সভার বলিতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেছেন তাহা তাহারা কেন পরিত্যাগ করেন। এখন আট আনা প্রাপ্ত হইলে আবার আট আনা পাওয়া সহজ হইবে। একেবারে ষোল আনা চাহিলে কখনই পাওয়া যাইবে না। অপর পক্ষেরা বলেন যে, ষোল আনা না দিলে আমরা কিছুই লইব না। আমর অন্নাভাবে মরিব সেও ভাল, তবু ষোল আনার কম গ্রহণ করিব না। অথবা ইহাদের বিবাদের মূল এই। উভয়ই স্বীকার পাইতেছেন যে, ইলেকটিব প্রণালী ভাল। লীগ বলিতেছেন যে, ইলেকটিব প্রণালী প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, তবে এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে অনিষ্টকর অংশ গুলি আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে আমরা আরো কৃতার্থ হইব। আসোসিয়ান বলিতেছেন যে, যদি অনিষ্টকর অংশগুলি পরিত্যক্ত না হয় তাহা হইলে আমরা এরূপ ইলেক্‌টিব প্রণালী চাহি না। লীগ যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন তাহাতে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর উপস্থিত আইনের উত্তম অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অনিষ্টকর অংশ করদাতাদিগকে প্রদান করিতে পারেন না, কিন্তু আসোসিয়াসনের যেরূপ প্রার্থনা তাহাতে ইলেকটিব প্রণালী না দিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল অনিষ্টকর অংশ গুলি প্রদান করিতে পারেন।

মেজরিটি য়্যাক্ট

১৮৭৫ খৃ অব্দে মেজরিটী য়্যাক্‌ট নামে প্রাপ্তবয়স্কতা সম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা নিয়ম হয় যে, যে সমুদয় নাবালকের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে তাহাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইবে না। ইতি পূর্ব্বে ১৮ বৎসরে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইতেন। মেজরিটী য়্যাকটটী অতি ক্ষুদ্র। ইহা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় অধিক তর্ক বিতর্ক হয় না। লোকেও সে সময় ইহার দোষ গুণ পরীক্ষার প্রতি তত মনোযোগ দেয় না। কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রণালী বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট নিস্বার্থ ভাবে স্থাপন করেন। ইহা দ্বারা এ পর্য্যন্ত কত বিপদাপন্ন পতনোন্মুখ পরিবার রক্ষা হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। যখন গবর্ণমেণ্টের এদেশীয় জমিদারদিগের প্রতি মমতা ছিল তখনই এই প্রণালীর সৃষ্টি হয়। হয়ত এই নিমিত্ত যখন উপরি উক্ত আইনটী বিধিবদ্ধ হইল তখন লোকে ইহার প্রতি কোন রূপ সন্দেহ করিয়াছিল না। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন অনেকে এই আইনের নিমিত্ত সশঙ্কিত হইয়াছেন। নাবালক জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ তাহাদের সম্পত্তি আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে স্থাপন করেন না, তাঁহারা নাবালকদিগের শিক্ষা প্রভৃতির ভারও নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এ পর্য্যন্ত এ দুইটী উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত যত্ন করিয়াছেন। ইহাতে জমিদারগণের জমিদারি রক্ষা হইয়াছে, ঋণ পরিশোধ হইয়া অনেকের গৃহে অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান পক্ষে একরূপ সম্পূর্ণ রূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এদেশীয় ধনাঢ্য জমিদারদিগের দেশের মধ্যে ভারি আধিপত্য। তাহাদের দেশের মঙ্গল করিবারও বিস্তর সুযোগ আছে। বাল্যকাল হইতে যদি তাহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে যে তাহাদের কর্ত্তৃক দেশের অশেষ মঙ্গল হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগকে নিজ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অভিভাবকের স্থলে অভিষিক্ত হন। পিতা যেরূপ যত্ন সহকারে পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করেন ইহারা সেই রূপ যত্ন সহকারে ইহাদিগকে শিক্ষা প্রদানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের শাসনের দোষে কি যে প্রণালীতে নাবালকেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় উহার দোষে অথবা যাহাদের হস্তে গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহাদের দোষে ইহার যে জন্যেই হউক নাবালকেরা যে যথা যোগ্য শিক্ষিত হয় না এটি সম্পূর্ণ সত্য। ইহারা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া কেবল সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় না এরূপ নহে, অপিচ অনেকে কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদেশের জমিদারদিগের শিক্ষার প্রতি তত দূর আগ্রহ তা নাই, নাবালকদিগের এই আগ্রহতা না থাকাতে হয় ত তাহাদের সুচারুরূপে বিদ্যাভাস হয় না কিন্তু নাবালকেরা গবর্ণমেণ্টের অধীনে রক্ষিত হইয়া যদি দুর্নীতি শিক্ষা করিয়া আইসে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমা করা যায় না। নাবালকেরা ২১ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে অথচ জমিদারের কার্য্যাকর্ম্ম শিক্ষা করে না, হিন্দু সমাজের রীতি নীতি শিক্ষা করে না, কোন রূপ ধর্ম্ম উপদেশ পায় না। কঠোর শাসন রক্ষিত কারাবাসীদিগের যেরূপ শাসন এই রূপ শাসনে ইহারা রক্ষিত হয়। কারাগারে বন্দীদিগের শাসন করিবার নিমিত্ত যত নিয়ম ইহারা প্রায় তত গুলি নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি গুলির কিছু মাত্র উত্তেজনা হয় না, ক্রমাগত নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এখানে তাহারা মদ্যপান করিতে না শিক্ষা করুক, মদ্য পান যে দুষ্কর্ম্ম ইহা শিক্ষা করেনা, নাস্তিকতা শিক্ষা না করুক কিন্তু ধর্ম্ম যে সর্ব্বোপরি ইহা শিক্ষা করেনা, প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিতে না শিক্ষা করুক কিন্তু নিজে নিষ্পীড়িত হইয়া, অধীনস্থদিগকে নিষ্পীড়ন করার ইচ্ছা স্বভাবতঃ তাহাদের বলবৎ হয়, প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করার স্পৃহা উত্তেজিত না হউক তাহাদের প্রতি কোন রূপ মমতা হয় না, মকদ্দমা করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হউক, উহা কিসে নিবারণ করা যায় তাহার শিক্ষা হয় না, তাহারা ২১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারের বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ থাকিয়া যখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহারা পৃথিবীর কিছু জানে না, তাহাদের জমিদারি কার্য্যে রস বোধ হয় না কাজেই তাহারা ইহা কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অর্পণ করে, সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, কাজেই আত্ম উন্নতির প্রতি তত যত্ন হয় না, অথচ প্রচুর ধন সম্পত্তি হস্তে পতিত হয়। বাল্যকালে কঠোর শাসনে থাকায় প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। নানা রূপ ভোগ বিলাসে বিলিপ্ত হয় এবং পরিণাম ভয়ানক হয়। পূর্ব্বে যে জমিদারেরা উচ্ছিন্ন গিয়াছেন সে বৃহৎ ক্রিয়া কলাপ কি দাঙ্গা হাঙ্গমা করিয়া। এখন জমিদারদিগের পতনের কারণ আলস্য ও ভোগবিলাস এবং গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে নাবালকদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে এই ভয়ানক দোষ গুলি শিক্ষা দেন। ইতি পূর্ব্বে যদিও নাবালকেরা এই সমুদয় নানা রূপ দোষপূর্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে জমিদারি গুলির প্রায়ই উৎকর্ষ হইত। এই নিমিত্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডের দোষ থাকাতেও লোকে ইহার প্রতি কোন আপত্তি করিত না। কিন্তু এক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস ক্রমে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমিদারগণের এখন ইচ্ছা হইয়াছে যে তাহাদের পুত্র সন্তানেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাহারা সকলেই জানিয়াছেন যে কালের চক্রে জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব সুতরাং পূর্ব্বে তাহারা বিদ্যাভ্যাসকে যেরূপ উপেক্ষা করিতেন এখন আর তাহা করেন না। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ নাবালকেরা এখন যে শিক্ষা পায় তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইতেছেন। বিশেষ তাহারা যেরূপ দুষ্কর্ম্মাসক্ত হয় ইহা দেখিয়া তাহারা সশঙ্কিত হইয়াছেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের জমিদারদিগের হিত চেষ্টা পান না। গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় সদয় নহেন। কাহার কাহার বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে জমিদার শ্রেণী এদেশে না থাকে। সার জর্জ ক্যাম্বেল এই ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, নাবালকদিগের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট এই রূপে তত্ত্বাবধান করিবেন যে কোন রূপে তহবিলে অর্থ সঞ্চয় না হয়। টাকা সঞ্চয় হইলে কোন গতিকে উহা ব্যয় করিতে হইবে এবং অনেক স্থলে এখন এই প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে। কালেক্টরেরা উচ্চ বেতন দিয়া ইংরাজ মেনেজর প্রায় রাখেন, আবার নানা উপায়ে জমিদারি হইতে নানা রূপ অর্থ ব্যয় করাইতেছেন। ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক অনেক জমিদারি এই সমুদয় মেনেজরদিগের অপব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানের ত্রুটীতে ঋণগ্রস্ত হইতেছে। ইহা দেখিয়া শুদ্ধ এদেশীয় জমিদারেরা নহেন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির জমিদারেরা ভারি ভীত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে এই নিমিত্ত মেজরিটী য়্যাক্টের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে আবেদন পড়িয়াছে। বাঙ্গলার জমিদারেরাও ইহার বিপক্ষে আবেদন করিবেন স্থির করিতেছেন। ফল যাহারা আপনাদিগের সন্তান সন্ততিকে স্নেহ করেন এবং যাহাদের এরূপ ইচ্ছা নয় যে সন্তান সন্ততিরা দরিদ্র দশায় উপনীত হয় তাহারা ইহাতে সশঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। জমিদারেরা নাবালক সন্তান রাখিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য করিয়া নাবালককে আপনাদিগের অধীনে রক্ষা করেন এবং সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে রক্ষা করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যদি নাবালকদিগকে সুচারুপূর্ব্বক শিক্ষা না দেন অথবা জমিদারির উন্নতির যত্ন না করেন তাহা হইলে স্বভাবতঃ তাহাদের ভয় হইতে পারে। ভয়ের আরো কারণ আছে। এদেশীয়রা এখন যেরূপ অল্পায়ু হইয়াছেন তাহাতে অনেকের নাবালক পুত্রাদি রাখিয়া মৃত্যু হওয়ারই সম্ভব। জমিদারেরা যদি একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় তাহাদের আবেদনের প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন। পূর্ব্বকার গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় থাকুন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ইহাদের প্রতি কোন রূপ রাগ দ্বেষ নাই। এ সময় যদি জমিদারেরা কোন রূপ উদ্যোগ করেন তাহা হইলে তাহাদের যত্ন বিফল হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত "ষ্টেটিসটীকেল রিপোর্টারে" পাটের ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরে এ দেশ হইতে পাটের নির্ম্মিত থলিয়া ও অন্যান্য দ্রব্য কোন দেশে কি পরিমাণে প্রেরিত হইয়াছে তাহা এই কলিকাতায় দেখান হইয়াছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে এ দেশ হইতে ৩১০১৫৭০৭ টি থলিয়া রপ্তানি হয়। পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ৭০ খৃঃ অব্দে থলিয়ার রপ্তানি প্রায় ইহার অর্দ্ধেক হইয়া উঠে, আবার ৭৪ খৃঃ অব্দে ৫৭৮৫৯৪৪১ অর্থাৎ ৬৬ খৃঃ অব্দের প্রায় দ্বিগুণ হয়। গত বৎসরে ৪৭৯৯১৯৪৯ টী থলিয়া এ দেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। এই তালিকা দ্বারা

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY FEBRUARY, 17, 1876.

We have got a batch of books on Hindoo music and cognate subjects from Raja Shurendra Mohun Tagore. No another in Bengal is so prolific of books, and at the same time we must confess none has done so much for the regeneration of Hindu music. His works again always display deep research and thorough mastery of the subject.

———000———

The elevation of Babu Ram Shankar Sen to the Legislative Council will give universal satisfaction. With a vast knowledge of the country, his varied experience as a Deputy Collector, a statistician or a relief officer, his counsels will carry a great deal of weight in the Council and benefit the Government.

———000———

It is announced that Mr. W. S. Atkinson, the late Director of Public Instruction, is dead We have all along deeply felt the obligation under which Bengal or perhaps India lies to that true friend of India who defended the cause of high education by presenting his own breas to the repeated shafts of Sir George Campbell. There is one consolation however. Mr. Woodrow succeeds him, who though not so sharp as Mr. Atkinson, is as clever and as devotedly attached to the natives, as he was.

———000———

The visit of His Royal Highness to the country has directly done no permanent good. Great men expected brilliant results from this sojourn to India, but it is no longer a matter of doubt that the visit has borne no fruit whatever. The Prince is still in India, but the people know nothing about his where-abouts, nor do they feel any interest whatever in the matter. It was rumoured that His Royal Highness would again visit Calcutta, but that rumour excited no feeling whatever in the minds of the people. A recent incident however is calculated to bring His Royal Highness again before the public. It appears that Royal displeasure has fallen upon the poor Bombay, Baroda and Central India Railway. Considering its long name, the line is small indeed and very economically managed to make it pay. It never expected the honor of a Royal visit and was quite at its ease when all other lines were stirring to present a suitable reception to Royalty. But Princes are always fitful, and as fate would have it, the Prince wanted to go to Baroda by Railway to the consternation of the authorities of the Bombay, Baroda, and Central India State Railway. In despair the authorities had to indent upon other lines for cars and so forth to meet the Royal demand. At the last moment, the suit was increased from 10 to 14 and horses from 40 to 46. And the consequence was, that the disloyal line was compelled to keep the Prince waiting in his saloon for 40 minutes. There was the same confusion, precisely from the same cause, during the return trip, and the disloyal line has been handed up for punishment to the local Government. The local Government after taking the necessary explanation from the Railway authorities recommended a free pardon on the ground that the displeasure of His Royal Highness has already mortified the officers of the Company. It appears His Royal Highness is not yet disposed to relent. The subject has been made a State despatch to the Secretary of State.

The Government of India has taken a severe notice of the affair and very properly so. It is true that the line is a small one, that the demand made upon it was sudden, that the pressure was increased at the last moment, but that is no reason why the Prince should be kept waiting for 40 long minutes. That the line is small is no excuse whatever; why was not the line made long? That the demand was sudden is as lame an excuse as the one that at the last moment the pressure was increased. It must not be forgot for an instant that the Prince was kept awaiting for three quarters of an hour, and keeping that in remembrance, are the above excuses worth a moment's notice? It is urged by the Company that the buffers of a van procured from another line did not fit with their carriages and this caused delay. We think they should have never procured such buffers at all and when they did it, they are clearly responsible and the poor Railway line has been for ever desgraced.

———000———

The exRajah of Khurda, the only descendant of the sovereigns of Orrisa, the object of veneration of the Ooryas who consider him something like an incarnation of Vishnu, the *Challantee* (movable) *Vishnu*, (Jagannath being the immovable Vishnu) the Hindoo of Hindoos, the lord of the great Temple, for the first time came to the *mlecha* city of Calcutta during the occasion of Royal visit. He did not come to the city willingly, nor had he any occasion to come. He was not presented to His Royal Highness nor was he taken notice of in any way. Indeed he received a letter of invitation from Sir Richard Temple to his garden party but there even misfortune attended him. He forgot to take his card with him and the consequence may be imagined. The sacred person of the Raja was touched by a *mlecha*, and he would have been actually turned out had not an official, who was close by, came to his rescue. He was forced to come, he came to no purpose, and he returned home hurt in pride, extremely mortified and short in cash. The last misfortune is a serious affair with one who is involved in debts, and the young Raja with a revenue of 80 thousand per annum is largely indebted.

We said he was forced to come. Indeed when the intimation was received from Mr. Commissioner Ravenshaw that the Rajah ought to go to do homage to the Prince, it produced something like a consternation amongst the attendants and ryots of the Raja. For the incarnation of the Vishnu to be dragged from his home! But there was no help for it, the request came from the lord of the District himself. The Commissioner urged him to go and Orrisa presented the spectacle of a miniature Hydrabad affair. But there was no Sir Salar Jung to outwit the Commissioner in diplomatic language and the Maharaja refused distinctly to go. So diplomacy was laid aside and the Raja was distinctly ordered to proceed at once. Now this Perwana the Commissioner had no right to issue, nor was the Raja bound in any way to obey the summons. We have said before that neither there was any necessity for the Raja to be in Calcutta. His presence in the Town was simply ignored. The thing is, the Commissioner was wickedly inclined, though, we believe, with the best of motives. He wanted to humble the Raja a little and lower him a little in his own opinion and in the opinion of his Oorya devotees. The Commissioner has simply done a great deal of mischief without being able to do any good.

———000———

The following case, usually called the Chicklee case, is another pregnant comment upon the efforts of Mr. Hope to remove revenue cases from the jurisdiction of Civil Courts in the Bombay Presidency. The case was decided by Mr. Parsons Assistant Judge of Surat, and we shall give the facts in his own words. "The owner of a piece of land was required by a Government notification to sell to Government for public purposes. On the 10th March 1868 Mr Mulock, the 1st Assistant Collector, got the plaintiff to agree to sell his land for Rs. 500. The plaintiff gave up his land to Government and Mr. Mulock took possession. Mr. Mulock therefore was of opinion that the land was the plaintiff's and he formed this opinion after some enquiry, since from the examination of one witness it appears that he had been examined by Mr. Mulock. What enquiry Mr. Mulock made, the Court cannot tell, for the Collector has withheld the proceedings, though served with a notice to produce them. The next step in the case is an order of the Collector himself in which he tells the plaintiff that he has found out that he (plaintiff) has no title to the land so he can go to law and get what relief he chooses- (This is on the 14th March 1870.) Now, as I have said, this is a most arbitrary proceeding. Having got possession of the land on a promise to pay Rs. 500, the Collector turns round and refusing to pay the money refuses also to give back the land. Common justice should have made him restore the land, and it is very difficult to say how the Government who have undertaken the defence of this suit can get out of the promise to pay Rs. 500 for the land they got possession of by the promise. The plaintiff has performed his part, and the Government should perform theirs.

To go now, however, into the question of plaintiff's title, I have said that in 1869 the plaintiff had possession of the land. The exhibits 33 and 34 show that in 1823 his ancestors were in possession, and that Government rented it from them There is a report from the mamlutdar and an order of the collector in which the fact is recited. I regret to be obliged to say that the Government pleader meets these two exhibits by imputing to the mamlutdar fraud and collusion. I expressly asked the pleader if he made this charge on his instructions, and he expressly told the Court he was specially instructed to do so. Now this is a most serious change on a long deceased officer of Government some of whose family are still doubtless alive, and I do not hesitate to say that is is, as far as the case goes, a most groundless charge. It is one that ought not to have been made unless Government were prepared to prove it in the clearest possible way."

Need we wonder after this why there is so much discontent throughout the length and breadth of the land? What is the difference between a petty-fogging muktiar and the Government when it stoops is low as to attempt to deprive a poor man of his land by force? After all these, will the Government yet persist to carry Mr. Hope's measures into effect?

But it is not the Surat Collectorate which is so peculiarly addicted to this sort of increasing Government Revenue. Collectors are collectors all over India and we have before us the petition of certain proprietors of a beel in the Sunderbuns who complain that the Collector of the 24 Pergannahs has unjustly ousted them from their property. Beel Dat Bhanga originally formed part of their permanently settled estates, but were subsequently resumed by Government. A temporary settlement was however made with the original proprietors and after the expiration of 7 years the rent was enhanced and a permanent settlement made. But in 1873 the Collector of 24 Pergunnahs raised a plea to dispossess the proprietors of the property. The plea appears to us to be not only untenable but disingenuous in the extreme. We cannot condemn too strongly the penny-wise and pound-foolish policy of Government. The Government must never huut after pleas and above all meanness.

———000———

THE MUNICIPAL MEETINGS.—Calcutta presented a strange spectacle last Saturday. There were two meetings held, at the same hour and for the same purpose, one of the British Indian Association and rate-payers, and another a meeting of the rate-payers convened by the Indian League. One was held at the British Indian Association rooms, another at the Town Hall. In one there were about 2 to 3 hundred present but where the richer classes and Europeans largely predominated; in another, mostly represented by the middle classes, there were upwards of 2,000 men present. One was presided over by Raja Roma Nath Tagore Bahadoor, another by the Rev. K. M. Banerjea.

Municipal affairs necessarily move Calcutta much more than any other question. The people of Calcutta care very little for the oppressions of the road cess collectors or the high-handedness of Magistrates and District Superintendents. Their one great complaint of life is the Calcutta Municipality, and one great ambition is to have it reformed. They suffered, and suffered in silence however, without moving in the matter. The feeling of injury however gained in strength by repression and agitation as time wore on, and it burst forth in such a shape as to require prompt measures to soothe it.

Both the natives and the Europeans demanded the elective system and the boon was granted under certain restrictions. This sudden revolution took the rate-payers by surprise, and for sometime there was the mark of bewilderment in every face. There was no doubt a calm, but every body expected a hurricane. Philosophers scratched their heads to no purpose, and fools in vain looked up to them for direction whether to weep or to laugh. At a moment of suspense the people are disposed to follow any leader who has the first word. And this first word was spoken by the new daily in Calcutta called the *Statesman*. This paper discovered, though subsequently, for it was previously in favor of the elective system, that in a Town like Calcutta, where there are many intelligent educated natives, it would be dangerous to grant the franchise to the electors as it would eventually transfer the power, which the Europeans now possess, into the hands of the natives. The *Englishman* all along held this opinion and it never advocated the elective system, but the *Indian Daily News* and the *Statesman* did, and it now appears without giving much thought on the subject. They were tired to death by their repeated efforts to humble Sir Stuart Hogg, and yet Sir Stuart Hogg laughed them to scorn. In despair they sought the elective system as the surest way of bringing the Chairman to grief. And when what they sought was granted, then came the reflection that perhaps though Sir S. Hogg might be humbled by the introduction of the system, yet the accomplishment of their long cherished desires might cost them dear and give the natives an upper hand in the municipality.

The *Indian Daily News*, the more honest of the two, was in a fix, and it absolutely held its tongue. The *Statesman* however immediately took active steps. It approached its native constituents in the garb of a loving friend and exhorted them to beware of pit-falls, snares, delutions and shams. Our countrymen are naturally very confiding and have great faith in the sincerity of Englishmen. Some of our countrymen immediately forgot that the journal, which then assumed the garb of a friend, had all along offered a determined front of opposition to native interests. They forgot that there cannot be any identity of interest between the natives and Europeans of India. Their interests clash at evey step, and one can only rise at the fall of the other. Now then this paper, this organ of the lower class of Europeans and Eurasians, raised the cry of "sham," "delusion" "snare" and &c. and which were confidingly taken up by some of our countrymen.

We are sorry we cannot approve of the behaviour of our contemporary of the *Hindoo Patriot* at this juncture. He too joined the cry raised by the Anglo-Indians. Now we do not choose to mince matters. The interests of the European residents and natives clash at every point, and the surest test of discovering what is really good for us is to reject what these gentlemen pray for and *vice versa*. This is a test which we consider infallible, and which will guide safely any ordinary native statesman, through the mazes of Indian politics. So our brother joined the cry raised by the Anglo-Indians, and in his last, he apologises that he did nothing more than what the Leaguers

did. He bitterly complains that we should be so far led away by a party feeling as to attribute to him motives when the Leaguers condemned the very sections which he had previously condemned in Council. We sincerely thank the Editor of the *Hindoo Patriot* for his advocacy of the interest of the rate-payers in the Council, but his apology is quite inadequate to exculpate him from the charges brought against him as a representative citizen. He says that there is no difference of opinion between himself and the Leaguers and so he was reduced from a feeling of party spirit. But there is a difference and a material one.

People never talk foolishly but when they have a motive to serve. or when they are incapable, from ignorance or stupidity, to see things clearly. Now we cannot attribute stupidity to the intelligent Editor of the *Hidoo Patriot* whose vast experience, and intelligence command our sincere respect. So when we see our brother talking incoherently, we naturally come to the conclusion that he is playing a part. The point of difference between the Leaguers and the British Indians is this. The British Indians declare that the elective system as at present offered, is worse than the system which now obtains. Now is this a fact? Do our brother and his friends really believe it? They have solemnly passed a resolution to that effect. It is in record. It cannot be obliterated. And in future ages when the elective system shall have been freed from its present restrictions, when the natives of Bengal shall have acquired, as a reward of their loyal and faithful services in their civic administration a voice in the administrations of the country; well, in future ages the people will relate with sorrow and indignation, that at one time in Calcutta, there was a party, which, when a portion of freedom was offered to them had actually rejected it. That resolution of the British Indian Association Meeting is an indelible stain upon it for which it will repent as long as it exists.

Is it necessary to prove that the revolution as contemplated, is at least, more desirable than the continuance of the present system? That it is at least a move in the right direction? Is it necessary to prove that no system can be worse than the present one as at present the Chairman or the Government in its name, can carry out any measure it chooses? But what is the good? Let our brother speak out his mind candidly and honestly, and then alone we can understand where we are and where he is. It is a matter of national importance, and Heaven's curse be upon that head who can, for the sake of any private feeling or interested motive, sacrifice the interests of his own country. We adjure our brother in the name of every thing sacred to speak out his mind honestly. We don't want grand sentences and metaphysical subtleties, we want simple and plain truths. We are charged with attributing motives; we confess we did, and we have given our reasons why we did. Be it also noted, for it is a significant fact, that the meeting was brought about by Justices; the most of the resolutions were moved, seconded and supported by Justices, European and native, and most of the speakers were Justices. The President of the Association is himself a Justice, so are the Secretaries, so are the Vice-President, and so are, if we mistake not, the members of the managing committee. For such a body to cry-down the elective system, which will necessarily imperil their life-peerages, is, to give rise to all sorts of surmises. Be it also noted that the European community joined them, the English papers sympathise with them. Sir Stuart Hogg is also with—them. Sir stuart Hogg who clings with so much earnestness to the present system. And in a community of Europeans and natives, where the latter have been all along sacrificed for the comforts of the former; where there has been all along a struggle for power between the two classes, the British Indain Association joins with the European community and the English press, and makes common cause with them!

One of the English papers gave out that the Town Hall meeting was in fact Sir Richard's own; as if two thousand men, the most intelligent portion of Calcutta, mostly middle classes, substantial men, the pith and marrow of Calcutta society, would meet together at the call of a Governor, from whom they can expect no favor, either in the shape of a title or a post, to sacrifice their own country! We are glad however to see that the *Hindoo Patriot* itself gives the Leeguers the certificate of having done exactly what he would have liked them to do. But these and other rumours moved the Calcutta society powerfully. There was hot discussion all over the Town, and some of their powerfull friends forsook the Leaguers at the last moment. Others came to them whom they had never expected and no social *daladalee* ever created such excitement, zeal and a strong feeling of partizanship as the new municipal bill did. Fathers joined the one and the sons, the other meeting and this is no poetical description of the state of affairs which Calcutta presented last week. But it is all quiet now. The infatuation which seized some of our countrymen has left them completely.

To Sir Richard Temple we have little more to say than what we did in our last. If the system fails, from a pressure of restrictions he will not only injure his own reputation as a Statesman but injure the cause of our country. For if it fails, from whatever cause, Government will hardly be disposed to grant the boon a second time. The failure will be attributed not to any fault in the system but our own moral defects. The system to work, the Commissioners must have power *real, substantial* and *sure*. But one thing more is necessary. Europeans can take care of themselves, it is absolutely necessary to secure to the native Commissiners a clear majority. It will not simply do to secure it by appointing native Commissioners by Government under the Act. Government nominiee will generally be of the *apka waste* species. To make the system work, not only is a clear majority of the Commissioners necessary, but a majority of elected that is to say independant Commissioners.

—ooo—

THE PAST YEAR OF BENGAL:—The past year has been a year of considerable progress in Bengal, a progress real and permanent in some of the departments of Government. But no new policy has been inaugurated; and strictly speaking, it may be said that there have been no noteworthy changes in the administration. Many recent reforms, the value of which has been proved by experience, have been consolidated and improved. The attention of the Government was chiefly directed to the distressed condition of Behar, and the result was the collection of a mass of statistical information regarding those parts of the country where scarcity was severely felt. The local enquiries that were made, although they were for the most part necessarily partial and unmethodical, were yet far more complete than anything of the kind that had been before attempted. Agricultural statistics have been compiled in the Patna district, which are, it is believed, trust-worthy. In the districts of Durbhanga and Mazuffapore, where the failure of the crops was the greatest, inquiries of a permanent value to the people were set on foot. A fresh census of Durbhanga was taken which comprised not only an enumeration of the people, but also the aquisition of agricultural and other statistics. In numerous reports submitted to Government, the fullest information was given regarding the cultivation of the affected tracts of the country.

The registration of river traffic in Central and Western Bengal was systematically taken in hand by Sir George Campbell, and has since been carried on. Sir Richard Temple has recently ordered a similar registration of the river traffic in Bengal generally. The information now being acquired regarding the boat traffic of Bengel—a traffic which is perhaps unequalled in any other country—will prove of the highest interest. Arrangements for collecting the statistics of the inland trade of Bengal, Behar and Orrissa with adjacent Provinces have been sanctioned and carried into effect. The statistics of the ocean borne trade of Bengal and its dependencies have, as is well known, been regularly collected for several years past; these will have to be embodied with the inland trade statistics. All these returns if they lie buried among the records of the Secretariat, will however be of little value; it is necessary to edit and publish them, and with this view the Lieutenant Governor has commenced publishing the *Statistical Reporter*, which is intended to embody in a compact and readable form all the available statistics of every sort upon every subject, corrected by the latest data and information.

Much attention was given to the land-lord and tenant question which is perhaps the most difficult problem of the day. The relations between landlord and tenant were assuming a serious shape and some sort of interference on the part of Government was absolutely necessary. In the Pubna district notably, in 1873, extensive rioting was the first manifestation of the difference between the Zemindars and the ryots. When that was put down by authority litigation began; and now that uncertainty has been protracted over many months, heavy expenses have been incurred by all parties, bitter anger has been aroused which will long endure, both sides claim the victory. In Dacca, early 1875 a similar affair was threatened respecting the rates of rent which, if once set up, would spread to neighbouring districts in East Bengal. Sir Richard Temple immediately directed the land revenue authorities to urge upon the Zemindars and the ryots the expediency of referring to arbitrators the points which would govern the rates of rents disputed between several Zemindars and large bodies of cultivators. After a discussion lasting through several months, the arbitrators gave a decision which though somewhat favorable to the Zemindars was accepted by the Ryots. It is admitted on all hands that the state of the rent law now in force in Bengal is very unsatisfactory and the effort of the Lieutenant Governor towards making improvements upon it was in the right direction. But the question is a most difficult one, it has staggered the administrative faculties of many a talented and able legistator, no wonder therefore that the Bill which was introduced last year on the subject was far from being perfect. It elicited strong and adverse criticism from all sides, and Sir Richard Temple though anxious to have the Bill passed into a law, has wisely kept it in a state of suspended animation, awaiting further expression of public opinion on the subject.

The past year was decidedly a year of educational reforms in Bengal. Not only was primary education maintained strenously, but also the secondary and superior instruction. The secondary instruction is partly in the vernacular and partly in English, and the superior instruction is mainly in English. Besides the Colleges which teach up to the standard of degrees there are institutions termed high schools, which teach up to the First Arts examination. We have one such at Cuttuck, at Medinapore and at Rajshye. In 1872-73 the Colleges at Krishnagur and at Berhampore were reduced to the status of high school by Sir George Campbell. The inhabitants of Krishnagur being anxious to have the College restored, and having raised Rs. 45,000 for this purpose, His Honor was pleased to accede to their wishes. Similarly the people of Cuttuck. having raised about 40,000 Rs. for converting their high school into a College, His Honor was willing to carry out the project. A similar proposal was made for Rajshye. It was also proposed to establish high schools at Rungpore, at Chittagong, and at Ranchee in Chota Nagpore. The proposal for the establishment of hostels or lodging-houses for students living at a distance from their guardians was another move in the right, direction. It is well known that parents often find it difficult to place their sons, while at school or college, under proper care and tutelage. Such students either lodge miserably, or they live according to their own pleasure and are exposed to temptations; and if they fall into habits alike injurious to their morals and their studies there is hardly any room for surprise. To obviate this difficulty the Lieutenant Governor has proposed to authorize the heads of Government Colleges, of high schools and of Zillah Schools, to establish lodging-houses, and to appoint some of the native masters to supervise them. Each person so appointed will of course be remunerated for his troubles by Government.

While on the subject of education, we deeply feel the want of technical and industrial schools of a superior kind in Bengal. Yearly numbers of young men issue forth from our institutions, not highly educated indeed, but educated up to a point when the intelligence becomes quickened, the ideas enlarged, and the ambition excited. The great majority betake themselves to two professions, namely the public service and law, of which the avenues have become overcrowded. Many find that they cannot obtain either practice or places. They are by nature diligent, and anxious to work themselves and for their families. They look far back on all the mental toil they have endured, and they are chagrined at discovering that in but too many instances it leads to nothing. This accounts to a certain degree for the discontent and restlessness which are perceptible in the rising generation. The cause is partly this, that two many direct their studies to literature and philosophy, and too few to practical sciences. The great problem is, to guide a large portion of the educated youth into other walks of life besides the learned professions. Such new lines of employment can be opened out in many directions under the present circumstances of Bengal. It is sad to reflect that very many estimable men who are pining and languishing at the bar or in public departments, for lack of employment or promotion, might, if otherwise educated, have been practical engineers, or trained mechanics, or mining engineers, or geological surveyors, or scientific botanists, or foresters, or ship-builders, Railway and Steamer Engineers, or manufacturers of hardware, or of such chemical arts as the preparation of dyes, inks, varnishes &c., for each and all of which capacities there is an ample field in Bengal. The want of an institution which can return such men is a crying want of the country, but thanks to the exertions of the Indian League, and the liberality of Sir Richard Temple, we shall ere long have the "Albert Temple of Science" which is intended to supply one of the greatest needs of the country.

ENCROACHMENTS OF THE INDIAN EXECUTIVE.

(*Vanity Fair.*)

The retrogade tendency in indian legislation, by which the powers of Executive officers are being rapidly extended and scope of judicial influence and power curtailed, has proceeded to an extent which seems to be little understood either by politicians or the Press. The downward movement must, however, have almost touched the Nadir of Constitutionalism in a measure recently put through its first reading in the Legislative Council of his Excellency the Viceroy at Simla. Its title runs thus: "A Bill to limit the Jurisdiction of the Civil Courts throughout the Bombay Presidency in matters relating to the Land Revenue, and for other purposes." This ominous title should be sufficient to rouse up some of our idle or unemployed jurists to look into the matter for themselves, and try to do something on behalf of our Indian "fellow-subjects," to check this mockery of legislation. The phrase is, "to limit the Jurisdiction of the Civil Courts," but the plain object of the Bill is to suspersede the Courts and to set aside that judicial interposition which has hitherto sheltered the people of Western India from the extreme pressure which our zealous and too "able "revenue officers" are apt to apply. The measure is introduced by a civilian belonging to that class whose restless industry and keen self-will make them at once the marvel and peril of British Indian administration.

But it will be said there surely are in this august Legislative Council men of high ability and much experience able to save the Government of India from being thus committed

to the vagaries of specialists, whose chief conception of legislation is as a means of securing protection in their own official acts from the principles and operation of law? It might be thought so, until it is remembered that the Bill could not be introduced at all without the imprimatur of the Viceroy and his Executive Councilors. Thus there is the incompatible fact to begin with that the watch-dogs are dumb or drugged. The Hon. Arthur Hobhouse, who was sent out to India at an enormous salary, and for the express purpose of keeping its autocratic Government within the lines of law and constitutional right, gives his countenance to a measure which excludes suitors in crowds and lessens judicial functions by wholesale. The right Hon. Lord Northbrook, who was taken from Parliament that he might govern a vast dependent population according to righteous precept and just principle, gives his approval to a Bill which should be described as "a law for outlawing all persons in Western India having transaction with the State as a landlord." The levity with which these two high functionaries appear to have accepted this reactionary law—albeit in the most dull and demure tone—is enough to make plain folk wonder once more "how, with so little wisdom the world is governed." The former of them the "law member," be it noted, admitted that many details of the Bill "required an intimate practical acquaintance with revenue work to understand properly;" but, he added with charming superciliousness, "I can only dimly form an opinion on such matters, and certainly should not presume to speak of them in this Council." That is to say, this learned pilot of the Indian Legislature has failed to understand the subject matter of the *project de loi* he assists to push through, but tells the Council and the distant public that they must take on trust the dictum of the official specialist in charge of the Bill, who himself represents the very class of officials, dreaded by the landholders and ryots, whom this measure is to exempt from control by courts of justice! Turning to the other guardian of the Council's common sense, the President, my Lord Northbrook, we get into a lower depth of political inaptitude. His lordship after remarking that the Bill affects "the relative functions of judicial tribunals and of the Executive Government," proceeds to say, "I do not desire to enter now upon the discussion of so large a question as that." When should his Excellency "enter upon the discussion" of what is the very pith and narrow of the whole measure except at the time that it is introduced (really revived in force) for the acceptance of the Legislature? Did his lordship "desire" to confess in so many words, either that he feels himself quite unequal to enter on such a high argument, or that he also has become "black and woolly like the rest," and is quite willing that the judicial tribunals of the country should be over-borne by the *force majeure* of the executive? In either case the incident and the confession tend to suggest the remark that seeing we must not only hold India but govern it for the good of its people, it would be well to select for Viceroy those who have either some skill in political science or who have had strong clear common-sense knocked into them, by their having had to sustain high official responsibilities in the face of vigilant Parliamentry opposition.

THE DELHI CAMP OF EXERCISE.

(*From the Bombay Gazette, February 5.*)

The Delhi Camp of Exercise, which has cost a very considerable sum of money, may be regarded as a success in connection with the Prince's visit to India, but as a field school of instruction we can only look upon it as a failure. Some of the most extraordinary blunders, let us hope, could not have happened in action, are chronicled from Delhi, and we do not know which most to admire, the General who attempted to take an impregnable position, or the General who ordered the other on such a duty. The accident to the Brigade at tiffin, by which it fell into the hands of the enemy, shows, we think, the careless spirit in which the troops themselves regard these curious annual amusements; but, indeed, the whole principle of a Camp of Exercise seems to be impracticable, and a thing of paper and not of field work. A correspondent of the *Pioneer* gives a good idea of the usefulness of the Delhi Camp when he sums up its "tottle" in these words; "One thing may be safely said, and it is this—"that, as a marching past army, the Army in "India is up to the mark"; in fact, the marching past at these camps is the only movement that the spectators—and we believe the troops also—can understand; as for the strategic manœuvres executed they lack the spirit, animation, and the forethought which would come with the presence of a real enemy and the vital necessity for troops to mind what they were doing. We are begining to think that Camps of Excercise, like other German military novelties, are things which cannot take root in the British Army. For a beer-drinking, pipe smoking nation of philosophers, such toys as the game of war and the Camp of Exercise are things very well in their way; but most Englishmen are impatient of going to theories for their facts, and it is certain that their national love of action, rather than of metaphysics, unfits them for innoculation with the German spirit of strategic meditation.

Each nation has its own faults, and its own virtues, and, while the Germans are deficient in that bull-dog spirit of the English which never knows when it is beaten, they have the advantage of us in a profundity of character which can torture military theories into military uses. In a word, we doubt if Englishmen have the patience of mind needful to imitate German military institutions, and we fear that English Generals may have lost sight of the science of war suited to us in their efforts to ape the practices of the Prussians. Everything military that we now possess is more or less made up of paper, or, in other words—theory. In our military organization men do their best to copy the German organization as well as they can under very dissimilar circumstances to those which obtain in Germany, and the result is that, where the Germans torture theories into facts, we reverse the process and torture facts into theories. As, for instance, in our respective armies. The Germans out of many laboured ideas of Bismark and Moltke have created a real Army, while we out of the fact of skeleton battallions have raised a theoretical force of nearly four hundred thousand men. So, too, with camps of Exercise; while the Germans really learn strategy at their exercises of large bodies of men together, we unlearn whatever knowledge of the art we may have enjoyed before. Profound ideas and much military philosophy are not suited to the practice of English tactics at all, and we should bear in mind the national inclination to blunder when proposing the elaboration of such schemes of nice,

SPIRITUALISM IN BOMBAY.

(*From the Times of India.*)

The celebrated Davenport Brothers, who created such a sensation in Europe and Great Britain by their wonderful exhibitions, gave a private *seance* last night in Messrs. Soundy and Company,s Pianoforte Saloon, to which the Press and a few friends were invited. The "Mysterious Cabinet" is a harmless-enough looking piece of furniture, but from its depths the most extraordinary things emanate. The first portion of the performance consists in the "brothers" getting in sitting *vis-a-vis*. They were then securely tied with ropes, by two gentlemen from the audience, hands and feet, while between them were placed a violin, guitars, tambourines, and several hand bells. They were then shut in, and presently the sounds of the various instruments were heard, noises as of stamping of feet, and flinging about of ropes, &c., and hands were seen at a little opening close to the top of the cabinet. On the dooropening tambourines, bells, &c., were flung violently out, the brothers sitting bound hand and foot They unbound themselves while shut in—gentlemen were invited to go into the cabinet and remain with the "brothers" during these "manifestations." Two ventured. The first gentleman's description of what took place upon coming out was that the instruments commenced flying overhead and tumbling about in a most extraordinary manner, that he received a blow on the head, felt a warm hand rub him over the face, and finally that he had his nose pulled. He was positive the "brothers" never moved. as his hands were upon a shoulder of each of the pair. When the door was opened, he was discovered sitting with his head through a tambourine. The next gentleman's description was similar, with the exception of his not having felt any hands about him. The cabinet was throughly examined by everybody, and as to the fastening of the Messrs Davenport, there could be no possible doubt. They were securely bound to the benches affixed to the cabinet inside. and could not stir. The "Inexplicable Dark Seance" by Professor Fay was really startling. On a table were placed the various musical instruments, and on the left of it was seated one of the brothers, ; on the right, the Professor. The lights were then put out, and the room totally darkened. Violins, tambourines, &c., floated about in the air, filling the saloon with most discordant sounds. They rattled along the ground or were flung across the room. One gentleman received a large bass violin in his lap, and a lady was unfortunate enough to receive a blow from a tampbourine on the nape of her neck. When the apartment was again illuminated, the Professor and his companion were found bound to their chairs. The most astonishing of the exhibition was to come. On the room being again made dark, the Professor asked any of the audience to express a wish which he said would be obeyed. One gentleman then desired the Professor's coat to come off, and almost instantaneously, it was thrown across the room among the audience, the candles were lighted, and there sat the Professor in his shirt sleeves. A gentleman present took off his coat which he desired. him to put on, and in a second's time it was donned. It must be remembered that all this was done while the Professor was fastened to his chair with his hands behind in such a manner that it was impossible for him either to put on, or take off, a coat, nor in fact, could that be done by anybody else unless the fastening around the wrists was unloosened. A lady requested Mr. Fay's watch and chain, and they immediately fell into her lap. Phosphorous was smeared over the bass violins, and two gentlemen from the audience and the Professor sat at the table with hands and feet in contact, in order to show that Mr. Fay did not move. At his commaird away floated the bass violins, and a tremendous din ensued. The eye could trace the violins by their phosphorescent rays, and they were apparently in all parts of the saloon, in full play, regardless however of time or tune. During the period of darkness the assistants and remaining brother when firmly held by the audience, so that there was no possibility of collusion. If *legerdemain*, it is sleight of hand carried to the acme of perfection, and thoroughly, startled the fair portion of the audience. Of course, last night's entertainment was purely private, and on a small scale, but for all that the worthy Professor and the Brothers Davenport thoroughly succeeded in puzzling and otherwise mystifying every one who was present at the seance.

They perform on Saturday at the Town Hall, and all who have a taste for the supernatural should not lose the opportunity afforded them of witnessing something very nearly approaching it.

SCRAPS AND COMMENTS.

A correspondent thus describes the Bombay Town Hall seance of the Davenport brothers:—

The Town Hall was crowded on Saturday night when the Brothers gave their first public performance in Bombay. It was successful, surprising, mysterious. The Brothers may congratulate themselves on the fact that they do not live in the age of belief in witchcraft, sorcery and the black art, or they would infallibly be drowned, hanged or crucified. "The devil *must* be at the bottom of it," a gentleman of some intelligence was heard to remark, and when somebody declared that he had seen a black hand protrude from the cabinet, brave men shuddered and weak ones frightened themselves into a perspiration. Dr. Doolittle and Mr. Langley were selected by the audience to examine and report upon the cabinet. They looked at it before and behind, above and below, shook it, tapped it and got inside it, and satisfied themselves that there was no "humbug" about it. The Brothers were tied by the referees (the gentlemen just named), and Mr. Langley demonstrated to the satisfaction of the audience how he could tie knots other than legal ones. The Doctor secured his patient as tightly as if he were about to undergo a surgical operation. The cabinet doors were locked, and forthwith the musical instruments which had been placed between the brothers began to play. The doors were opened and some of the instruments danced about the stage in a state of ecstacy and even meandered amongst the audience. The lights were turned up, and there were the brothers tied securely as before the cabinet doors were locked. The thing was done a second time with the same result. Then a gentleman from the audience was placed in the cabinet with the brothers, still the same thing happened. When the doors were opened he looked astonished. He had certainly felt the musical instruments he said, because they hit him on the head—he had felt hands touching him—yet the brothers had not moved. Various other experiments were tried, all with the same result. It would simply deprive our readers of the enjoyment of being mystified were we to enumerate them. Let those who wish go to the Framjee Cowasjee Institute where the brothers perform to-night and test their nervous susceptibilities by witnessing Professor Fay's marvellously dark seance, wherein he causes voilins to float in the air, and takes off his coat, or puts on somebody else's, his legs and hands being tied tightly the while. The entertainment is the best we have ever had in Bombay."

Another correspondent writes on the same subject:—

The most perplexing as well as the most amusing incident of that evening has not been, in my opinion, adequately noticed. I refer to the sudden clapping of the felt *topee* on the head of Mr. Libbetter. He had just turned his head away from making his inspection as to the security of his two prisoners (lashed to their seats, and their wrists also lashed as only an old sailor can do it) and while in the act of turning to close the last door, a *topee* was clapped on his head, with a celerity that was startling. His astonishment was a sight to behold for a moment as though bewildered, evidently not crediting that the deed was effected by the pinioned victims inside (how could it be by them?) whom he had, as he thought, reduced to helplessness—but as the audience were witnesses that the mysterious bonnetting was not effected from the outside of the cabinet, again he flung open the three doors to convince himself once more that his knots and lashings were safe and sound—and they were! As no clue to the marvel could be found by Mr. Libbetter or by the audience, he subsided into his chair with the air of a man completely overcome with despair, perplexity, and astonishment.

We take the following from an English Paper:—

"Dr. Tyndall has read a paper before the Royal Society, On the optical Department of the Atmosphere with reference to the Phenomena of Putrefaction and Infection,' and surprised and gratified his hearers by communicating much more than was conveyed by his tittle, for he showed, by brilliant experiments, that spontaneous generation is an absolute impossibility; and that if solutions open to the air soon swarm with life, it is because they have been impregnated by living particles floating in the air. It has long been known that air which has been thoroughly freed from floating particles by fire, the action of acids, or otherwise, will not produce life; and further proof was given by Dr. Tyndall's researches in 1868 and 1869, with the additional facts, that filtering through cotton-wool clears the air as effectually as fire, and that air thus purified will not transmit light. A glass chamber filled with the purified air remains dark, even when placed in the track of a concentrated beam of light. There is nothing to reflect or scatter the light; and it may now be accepted as an axiom, that air which has lost its power of scattering light has also lost its power of producing life. Hospital surgeons have been for some time aware of the fact that air which has passed through the lungs will not cause putrefaction. It has been filtered, and may be allowed to enter the veins without hurtful consequences. The bearing of all this on the question of spontaneous generation is obvious. Pasteur has pronounced the spontaneity to be a chimera, and that, this being the case, it should be possible to banish parasitic or contagious diseases from the face of the earth; and, from this point of view: it is easy to see that the subject has a wide bearing on the phenomena of putrefaction and infection. Dr. Tyndall now finds that air can be rendered optically pure by merely leaving it undisturbed three or four days in a close chamber. All the floating matter subsides, and the confined air will not transmit light. Solutions placed therein remain unaltered, though left for months, while similar solutions open to the ordinary air swarm with bacteria in twenty-four hours or two days. The number and variety of Dr. Tyndall's experiments leave no room to doubt his conclusions. That they are of a high importance is manifest; but the believers in spontaneous generation will not accept them without a struggle."

What is loveliness? The *Lucknow Times* answers this question in this wise:—

"It is not in pearl powder nor in golden dye, nor in jewellery. It cannot be got in a bottle or in a box. It is pleasant to be handsome, but all beauty is not pretttiness. There is a higher beauty that makes us love people tenderly. Eyes, nose, hair, or skin never did that yet, though it is pleasing to see fine features. What you are will make your face for ever for you in the end, whether nature has made it plain or pretty. Good people are never ill-looking. Whatever their faces may be an amiable expression atones for all. If they can be cheerful also, no one will love them the less because their features are not regular, or because they are too fat or too thin, too pale or too dark. Cultivation of mind adds another charm to their faces; and, on the whole, if any girl is desirous of being beloved, it is more in her power than she may believe to accomplish that object. Cosmetes will not accomplish it however. Neither will fine dress, though a woman who does not dress becomingly robs herself. Forced smiles and affected amiabilities will be of no avail; but if she can manage to feel kindly to every body, not to be jealous, not to be cross, to be happy if possible, and to encourage contentment, then something will come into her face that will outlast youth's roses and gain her a continual spring-time of happiness."

An American paper sarcastically indicates the disadvantages of advertising as follows:

"Advertising is a great bother. It only brings a lot of folks to your place of business. If they want you let them hunt you up. Then if you get your name in the paper you will be bored with drummers, and people will call on you and you will have to show them goods. Your stock will be exhausted so much that you will be obliged to buy more goods which is a great trouble. If you advertise, too, it gives your place a reputation abroad; folks will go there and crowd, and make it too lively. If you don't want to do anything, keep as still as you can.

The following was part of a young attorney's peroration on argument of demurrer in one of the Denver courts recently:—

"May it please your honour, this is a stupendous question. Its decision by you, this day, will live in judicial history long after you and I shall have passed from this scene of earthly glory and sublunary vanity; when the tower of Pisa shall be fogotten; when Waterloo and Borodino shall grow dim in the distant cycles of receding centuries; when the names of Eugene, Marlborough, and Napoleon are no longer remembered; when the pyramids of the Pharaohs shall have crumbled into dust; when the hippopotamus shall cease to inhabit its native Nile; even then your ruling upon this demurrer will still survive in the antique volumes of legal lore as fresh, green, and imperishable. The case, your honour, originally concerns the cost of two new hats and an umbrella."

Truth is stranger than fiction. This old maxim received a striking confirmation the other day in a Paris court of justice.

Mrs. Steveu's maid was accused of having robbed her mistress of £10,000 worth of diamonds. She was just on the point of being acquitted, owing to want of direct evidence of the theft, when up jumped a reporter, and said that a lucky chance enabled him to prove the theft, and he handed to the judge a both containing the stolen diamonds, amid great excitement amongst the audience and dismay on the part of the accused. The reporter explained that he had mentioned the case a day or two previously in the presence of his chirdren's governess. The governess had gone to visit a friend at Passy the day after, and having repeated to her friend the strange story of the robbery she

had just heard, the latter had nearly fainted and exclaimed, "I know the robber, and the here is the box of diamonds which she brought me."

The luckless Marie was thereupon sentenced to ten years' solitary confinement.

One of the latest products of Indian manufacture imported into Liverpool (says the *Liverpool Post*) is an instrument named the "Guikwar" probably from having been patronised by the ex-ruler of Barodas.

It is made of steel, is something of a hybrid between a chopper and a scimiter, and is used by the "East Indian Cutlery." So much we learn from certain proceedings at the police-court yesterday, arising out of a too free use of the "Guikwar," at the expense of an unoffending policeman. The owner of the toy is an exmilitary gentleman named Radley. Mr. Radley was looking for lodgings the other evening, and being more or less incapacitated through strong drink, invited the policeman to assist him in his search. The officer having declined, Mr. Radley whipped the "Guikwar" from its sheath, said he would compel the policeman to obey his orders, and smote and wounded the alarmed officer on the hand. Mr. Raffles expressed his horror at a drunken man going about the streets with such a deadly weapon, fined Radley 40s. and costs, and told him that he would not get back his "Guikwar" in a hurry."

The good people in England and likewise the "Specials" with the Prince. appear to have hazy notions of places and distances in India. Says the *Lucknow Times*.

The account of the accident to Lord Carrington at Unao, states his lordship "had to be left behind at *Poonah* !" There are other quaint expressions made use of too. We are told by the same writer that "He (the Prince) arrived at Lucknow after five and *drove to the bungalow*. After a short stay he went out with Sir George Couper, Dr. Fayrer, and his suite, by Secundrabagh, Chattermunzil, and the Residency *to head quarters*. The "bungalow" and "headquarters" seem to be a confusion of terms most misleading. We also learn for the first time, from Dr. Russell, that it is merely a matter of *belief* that the remains of Sir Henry Lawrence rest in the Residency Cemetery. We also regret to read that but little is now left of Lucknow, and it is merely a strip of a village.

A correspondent of the *Delhi Gazette* says :—

"A curious story reaches me from Calcutta, which I give for what it is worth. It is said that during the visit of H. R. H. the Prince of Wales to that place H. R. H. desired the ex-Nawab of Lucknow to come and have an interview with him. He replied to this invitation saying, that if he be considered in the light of a sovereign, which according to his ideas of thinking he was not—there was no necessity for the Shah to go and see the Prince ; but that if he be considered an exile and a faqir, there was hardly any circumstance which would allow him to approach the august presence of so illustrious an heir apparent. This reply very much struck H. R. Highness, who resolved to pay a private visit to the ex-Nawab. Grand preparations were made by the latter for the reception of his Royal guest, and in the course of conversation, it is affirmed H. R. Highness promised the ex-Nawab that he would speak on his behalf to Her Most Gracious Majesty. Before H. R. Highness' departure the ex-Nawab presented him with a stick set with pearls and diamonds. There are some who pledge their faith to this version of the story, and anticipate the restoration of Oudh to its ex-sovereign sooner or later !"

Among the curisities which the Agra people might have shown to the Prince of Wales. says the *Pioneer*, was *Saneecha*, the wolf-boy, now and for the past nine years in the keeping of the Mission at Secundra. He was call *saneecha* because the *sikarees* presented him on Saturday. A Bombay paper says :—

Judged by his appearance, he is now perhaps seventeen or eighteen years old ; so that when he scurried on all fours about the Mission compound nine years ago, he must have reached the age of eight. It cost a good deal of trouble to teach *Saneecha* how to walk on his legs ; and we are not sure that he has even yet utterly lost his taste for raw flesh, and the knack of gnawing his bone in a quiet corner like a dog. Even to the present day he begins tiffin with a sniff at the food and drink set before him. He sniffs at the wrong end of the cheroot stump with which the Rev. Mr. Erhardt occasionally indulges him, and the smoke of which he endeavours to swallow, with many a sharp cough, rub of the stomach, and chuckle of delight. But *Saneecha* is an older resident at Secundra than even Mr. Erhardt ; and it will, perhaps, more interest the reader to learn the story of the wolf-boy whom the Superintendent himself took under his protection about three years ago. The story told by the men who brought him was, that while hunting through the jungle, about thirty or forty miles away, they discovered the entrance of a hole which they suspected to be a wolf's den. Soon a she-wolf rushed out which they killed ; and they were about to march off with their spoil when out rushed a little fellow on all fours. The reader may, of course, doubt the *shikarees* story, but not the account for which Mr. Erhardt vouches as an eye-witness, and keeper of the wolf-boy. The behaviour of this second captive was in every respect that of a dog or wolf. Though apparently five or six years old he was unable to stand upright. He ran swiftly on all fours, ate raw flesh, gnawed bones, and lapped water. He even barked very respectably, and his growl and whine were still nearer the mark. Wild-beast-like, he chose the darkest corners to crouch in. Fruit he refused to touch, merely sniffing at it with an air of indifference or disgust. He was improving steadily, when one day, having wandered to the Mission boundary, and caught a glimpse of the green fields, he bounded of towards them at full speed, the whole establishment tearing after him at its hardest. He died at the Secundra Orphanage two years and eight months ago, having lived there only four or five months."

Rev. J. Long who is a great authority on the Russian question recently read a paper on the subject in England and spoke of Russian advance in India as follows :—

"Russia is a great military Power, which in a few years will be backed by 3,000,000 bayonets. The advances it has made from the Caspian during the last fifteen years show what it is capable of the next fifteen. Khiva went lately ; Kokand is gone ; and Kashgar, a barrier to Russia's onward move towards China, and a focus for Moslem raids against Russia, will probably be the next to go down the stream. This will bring Russia close to Kashmir and Kabul ; within the next ten years a railway will be completed from Russia to Tashkend and another line will be opened from Russia to Tehran, from which latter place extensions can be easily made to Herat ; while a railway from Russia to India itself will ere long be carried through.

What is the Indian embankment that is to stay this current ? Only 60,000 European troops for the whole of India (240,000,000). While there is much loyalty and content among many of the people, yet let us not shut our eyes to the following points : We have against us—"a seething, fermenting, festering mass of Mussulman hostility," 40,000,000 in number, for whose moral and material improvement, England has done little ;—the military and priestly class Hindu or Mahamedan,—those Native Chiefs whom we have deposed for their oppressions of their subjects ;—the mob and "the blackguardism" of the population are our foes ; while our European agents are becoming less adapted to and less influential over the masses. We can hold on even under these conditions, but active antagonism to Russia means raising the European army in India to 1000,000 men, to be maintained by increased taxes, which signify increased discontent and the consequent withdrawing funds from the development of the country."

A correspondent writes to the *Statesman* :—

I started at about 5-30 A. M., and after a walk of some five miles along the bandy-road, struck into the jungle with two Curumbers, just as Sol rose from the arms of Aurora. After walking some two hours we found a fresh trail, and followed it up some two miles, through thick bamboo when suddenly the leading Curumbers stopped and quickly motioned to me to hide behind a clump of bamboos, and then told me he heard the bison feeding towards us. I had not long to wait before I saw the head and shoulders of a fine fellow, about 40 yards, in front, and this was followed by two or three more. It was useless to fire at once, as the first animal was nearly facing me ; but at the same time, as the wind was blowing towards me, I knew, I must fire almost immediately. After a bite at the grass he turned slightly, so that I could cover a small portion of his neck. Taking a careful aim I pulled the trigger, and at once rose to my feet and stepped out of the smoke. Hardly had I done so when the herd, of about 12 bison, rushed off at a mad gallop from about 80 yards below me, and seeing them through a small break in the bamboos, I fired a hasty shot at one with a solidfronted shell from my double 10-bore rifle. As soon as we could see, we began to look cautiously about, and there, about 50 yards off, stood a bison presenting his side to me, full on. I did not like to risk a long shot, so I quietly walked to within 25 yards, and drawing a careful bead on his neck again fired ; but no notice was taken of it, except that the ears continued to move backwards and forwards ! A second shot, however, was more successful ; and as the report died away, I saw the brute sink down. I immediately went up to him and looked with some pride at the noble denizen of the forest as he lay some three yards in front in the last agonies of death. I fired another shot to put him out of his misery, and then, after waiting half an hour, told the Curumbers to come and see if I had not hit another. We followed up the trail of the herd for about 30 yards and then found pools of blood. The herd had evidently separated from the wounded animal, tand by this I knew he must be badly hit, and fully expected to come up with him within 200 yards. Where he was alarmed at the three shots I had fired at the first bison, or that the shell had burst in his aside, I know not, but we did not see him till we had tracked him more than a mile, although in no less than six places he had lain down. The loss of blood during the whole distance was fearful. We lost him after all ; he rested up, about two yards from us, and galloped off, showing that there was plenty of life left. The ground for the last mile had been very trying ; ten-feet grass, and I had some misgivings about being able to see him till I was upon him. It being now one o'clock I stopped for half an hour for tiffin, and then followed up the trail more carefully, going myself in front. Hardly had we moved 200 yards before there was slight rustle, and in half a second a bison appeared with his head down galloping at me only about five yards off. In less time than it takes to write about it, my rifle was up, and I fired and jumped aside ; but the brute was on me. Owing, however, to the solid bullet he had received in his chest he slightly swerved, and catching the end of my rifle against his shoulder carried it some thirty yards along with him. As the gun was resting in the hollow of my shoulder, I was gently lifted about 10 yards and deposited on the ground. In a second my position flashed upon me—no rifle and a wounded bison close to me however ; I jumped up smartly, and it was a great relief to find the bison galloping off, and not drawn up looking for me, as I expected. My Curumbers now came up with spare gun, and we set about looking for the rifle—no easy matter to find it in the thick long grass. After a search of about 10 minuites we found it—the muzzles choked full of earth. My confidence for the day being gone, I thought it best to leave the game, knowing it would be found dead next day, and not liking to risk another charge in such fearful grass. The next day I sent the Curumbers, with a gun, and they found the bison had run some distance, but he was not dead, for he sprung to his feet as they came up, and staggered forward, only to receive two bullets from the smooth-bore, when he rolled over dead. Thus I was successful in bagging two bison, and was very well satisfied with my day's work."

The special correspondent of the *Echo* writes from Madras :—

At Tuticorin the *Serapis* took everyone by surprise. She was expected at about 5 A. M., on Saturday, whereas she arrived at 5 P. M. on Friday. But the Prince did not land until morning ; and, indeed, the wind came on to blow so hard that it was quite an open question for some hours whether both the *Serapis* and the *Osborne* would not have to proceed to Beypore. The water in the roadstead at Tuticorin is so shallow, and the reefs in it are so numerous, that no vessel of more than 300 tons can anchor nearer than four miles from the town. Thus, even the fast little steam launch of the *Osborne* took the best part of an hour to get up to the jetty. But some time before she reached the shore, the country lighters, which had been sent to bring the luggage and the servants on shore, reached their destination. The enormous amount of the former, and the utter helplessness of the latter, amused us all very much. One of them—a servant, I believe, of the Prince—wanted to know whether there was not "a fellow called Robinson," who would give orders as to what ought to be done ; the "fellow called Robinson" being no less a personage than Mr. Robinson, of the Madras Civil Service, Senior Member of Council, and Acting-Governor of Madras between the death of Lord Hobart and the advent of the Duke of Buckingham, who had been sent down specially by his Grace the Governor to welcome the Prince of Wales on his landing in the Madras Presidency. It is much to be wondered at that not only the Prince, but all his suite and his friends on board the *Serapis*, were not strongly advised to leave their European valets at home, and to procure for the trip a good staff of native servants. Even a good German or Swiss courier would have got the baggage out of the lighters in less time at Tuticorin ; but these men—the servants of his Royal Highness and his suite and visitors seemed helpless. At last "the fellow called Robinson" sent a couple of peons down to the landing-place, and, an English merchant of Tuticorin good-naturedly volunteering to superintend the work, the three hundred and odd packages were brought ashore in less time than the London valets had taken to look at the difficulty before them. But when they spoke to any gentleman about the station it was observed that the monosyllable "Sir" was as an unknown quantity with them.—

A correspondent, who had just arrived at Gwalior, writes as follows :—

The Palace is now completed, and is very beautiful. The principal room to describe is, of course, the Durbar Room. It is a splendid large one. I do not know the exact dimensions, but think it is about 150 feet by 75 feet. There are three large chandeliers in it, the centre one being smaller than the other two. The carpet is lovely. There are in each corner of the room a handsome candelabra, 15 feet high, stands of crystal, with brakets for lights and drops. Huge mirrors down to the ground are all round the room. The walls and ceiling are white and gold, that is, all white, and fluted with gold work, which looks very light and lovely. The furniture is crimson, and gold chairs, sofas, &c. The small carpet in front of the sofa, on which, I suppose, his Royal Highness will sit, is green velvet, almost covered with gold embroidery. There are a few pictures round the room, copies of some good masters. The picture at the head of the room is, strange to say, the Madonna and child. The staircase leading up to the room is, I think, the handsomest thing of all. The banisters are all of twisted crystal, light and elegant to a degree. A sombre but handsome carpet covers the steps. Looking downwards, the hall beneath is of exquisitely polished white and black marble, diamond pattern, and a huge mirror faces you as you enter it from below.

The Prince's room is the next object of curiosity. He will probably be much amused and astonished at its costly extravagance. Mirrors and splendid carpets abound in every direction, and marble-topped tables and chandeliers without number. A pretty escritoire is placed in one corner of the Prince's drawing-room, and on the centre table are a few choice ornaments. One is a golden cage, in the centre of which is perched a sweetly pretty green and crimson bird—to sing by machinery when wound up. It has to be screwed up to the mark like the rest of us ! In the bed-chamber we find the bed all of gold, and very gorgeous. I measured it with my eye, and am sure it will be too short. The counterpanes are of crimson and gold and green satin. The curtains of green and gold outside, but white with silver spangles inside. There are beautiful brushes and handsome crookery on his toilet table. In the Prince's bath-room there is an exquisite cheval-glass. The basin, jug, &c., are all of solid silver, gilded inside ; while the water-bottle is covered with gold, and the neck of it studded with real diamonds. This goblet the Prince will be asked to take away with him, and the other guests, who have also handsome goblets, will be asked to do the same. The Prince's tub is a huge hip-bath, rudely fashioned, but of solid silver, of fabulous cost.

The other guests' rooms are, of course, much less fine ; yet the Duke of Sutherland's is worth a visit. The principal present, which the Maharajah is to give his guest, is a waist girdle for the Princess, covered with pearls—value estimated at four lakhs of rupees !—most exquisite it is. Another present, more peculiar than valuable, is a complete set of Mahratta costume.

The following proclamtion has been issued by the Governor of the Straits Settlements, offering rewards for the murders of the late Mr. Birch :

Whereas British Troops have been sent into the country of Perak, in order to punish the murderers of the late Mr. Birch, and those who were engaged in armed resistance to the force employed to secure the punishment of the murderers :

And whereas the troops so sent have surmounted all obstacles, and have destroyed Passir Sala, where the murder was committed, after defeating those who vainly attempted, to oppose them, and now, notwithstanding the opposition offered, hold the chief places on the Perak River and the town of Kinta, command the roads and rivers of the country, and are in military occupation of the whole State of Perak, but the said murderers and others engaged in armed resistance have not yet been captured and punished.

And whereas a notification was issued on the 22nd of November 1875, directing all persons who could furnish information as to the parties concerned in the said murder and outrages, to communicate such information to Government, and an ample reward was offered to those who might procure the arrest of any parties concerned in such outrages as aforesaid :

And whereas information has reached the Government that the undermentioned parties (amongst others) were engaged in the said murder and outrages, and it is expedient that the amounts to be paid for their apprehension should be definitely and respectively fixed :

Now we do hereby offer for the apprehension of the said persons the following sums, *viz* :

For Pandak Adam Maharajah L It ...	... $ 6,000
For Datu Sagor	... 3,000
For Pandak Indut	... 3,000

And we do hereby assure all the chiefs and people of Perak that the pursuit of the murderers and perpetrators of the outrages before referred to, will not be relaxed until justice is fully satisfied by the infliction of adequate punishment on all those concerned.

And we do herby earnestly exhort the people of Perak to return to their houses, to put an end to all dissensions to respect and obey the laws, and for the future to live at peace amongst themselves and with their neighbours, so that anarchy and discord may cease, and peace may prevail throughout the land."

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Gungadhur Raghoonath Esqr., Illampalli ...	5	0	0
Dr. Govind Mohadeo Eqr., Illumpalli ...	5	0	0
Mr. Gonesh Ramchuudra Kirlosker M. A. Shanturam's chal Kandavadi Bombay	5	0	0
Vithaldas Naratomdas Nagarseth Esqr., Poona	5	0	0
Ramchundra Jrimbak Esqr., Raje-Kaladgi ...	5	0	0
Varadachari Esqr., Kurnool ...	5	0	0
Narayun Jugunnath Bhide Esqr., Poona ...	5	0	0
N. Krishna Rao Esqr., Madras ...	5	0	0
Bhuskar B. Limaye Esqr., Nasick ...	5	0	0
Govind Dhoneo Gudgil Esqr., Bombay ...	5	0	0
Hon. Secy. City Library Ahmednaggar ...	5	0	0
Gonesh Ramchandra Kirloskur Esqr., Kanevadi	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatteree's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

একটী বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। যদিও পাটের ব্যবসায় এ দেশে বিস্তর উলট পালট হইয়াছে তত্রাচ ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তবে থলিয়া যেরূপ এ দেশ হইতে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে, পাটের রপ্তানি ক্রমে তত হ্রাস হইতেছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এ দেশ হইতে ২৩৭৯৮২ টন পাট এবং গত বৎসরে ২১১০৮০ টন রপ্তানি হয় অর্থাৎ এই দুই বৎসরে ৩৩১৪০ টন কম রপ্তানি হইয়াছে। ২৮ মনে এক টন হয়। এ দেশে পাটের অভাবে রপ্তানি কমে নাই, পূর্ব্বে যে সকল পাটজ দ্রব্য অন্যত্র প্রস্তুত হইত, এখন উহা বাহুল্য পরিমাণে বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতেছে। অপর স্থানীয় ব্যবসাদারেরা এ দেশীয়দিগের সঙ্গে পারিয়া না উঠায় অনেকে ব্যবসা বন্ধ করিয়াছে। এই নিমত্ত অপর দেশে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পাটের রপ্তানি হইতেছে না, সুতরাং রপ্তানি হ্রাস হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হয় নাই, মঙ্গলের সূচনা হইয়াছে।

———

এ দেশে গত বৎসর কত লোককে সর্পে দংশন করিয়াছে তাহার একটি বিবরণ আমরা গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত বৎসর বাঙ্গলায় ৪২০২ জন পুরুষ ও স্ত্রীকে সর্পে দংশন করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোককে সর্পে অধিক আঘাত করে। গত বৎসরের তালিকায় দেখা গেল যে, পুরুষের শত করা ৪৮ জনের অধিক, স্ত্রীলোকের শত করা ৫১ জনের অধিক সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। আষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সর্পাঘাতে অধিক মরে। আবার প্রৌঢ়াবস্থায় সর্পাঘাতে অধিক মৃত্যু হয়। কৃষকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্প কর্ত্তৃক হত হয়। মৃত সংখ্যার মধ্যে হিন্দু অধিক, তবে যশোর, রঙ্গপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, গোয়ালপাড়া, চট্টগ্রাম, রাজসাহী এবং নওয়াখালিতে মুসলমানের অধিক মৃত্যু হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রি যোগে সর্পে অধিক দংশন করে। হয় মল মূত্র পরিত্যাগের সময়, নয় নিদ্রিত অবস্থায় রাত্রে প্রায় সর্পে দংশন করে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্প শরীরের উপর উঠিলে যদি নিদ্রিত ব্যক্তি স্থির ভাবে থাকে তবে সর্প কখনই দংশন করে না। সর্প শরীরের উপর উঠিলে সর্প স্পর্শে শরীরে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয় এবং উহা নড়িয়া উঠে এবং যে শরীর নড়ে আর অমনি সর্পে দংশন করে। সেতুর মধ্যে আবার বর্ষা কালে সর্পের দংশনে অধিক লোকের মৃত্যু হয়। মে মাস হইতে সর্প দংশনের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং অক্টবরে কমিতে থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে সর্পের সর্ব্বাপেক্ষা কম উপদ্রব। চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, মুরশিদাবাদ, রঙ্গপুর, চাম্পারণ, গয়া প্রভৃতি জেলায় সর্পের প্রাদুর্ভাব ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু বাখরগঞ্জ, পাবনা, রাজসাহী, ভাগলপুর, বাকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা সর্প দংশন অনেক কমিয়াছে। গত বৎসর যে ৪২০২টি লোককে সর্পে দংশন করে তাহার ৩৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়। ২২ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে লোক সর্পাঘাতে অধিক মরে। গ্রীষ্ম প্রধান জেলায় মার্চ্চ কি আপ্রেল হইতে সর্পের উপদ্রব অধিক হয়। দিনের বেলা যত লোককে সর্পে দংশন করে রাত্রে প্রায় তাহার দ্বিগুণ লোক সর্প কর্ত্তৃক আহত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় সর্পে দংশন করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক হয়। হস্ত কি পদেই ইহারা অধিক দংশন করে।

———

এক জন সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, যুবরাজ যে উপহার স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন তাহার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হইবে। যুবরাজ এ দেশে যে উপহার এবং পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্য কি তাহা সম্বাদদাতা লিখেন নাই। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যেরূপ দশ হাজার টাকা দান করেন, কলিকাতায়ও সেই রূপ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দশ হাজার টাকা গবর্ণমেন্ট বিতরণ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে ইহা ব্যয় হইয়াছে তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

———

লেফটেনেন্ট গবর্ণর আর একটি কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তিনি কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি আর্ট গ্যালারি স্থাপন করিতেছেন। এই গ্যালারি অর্থাৎ গৃহে নানা বিধ চিত্র থাকিবে। গবর্ণমেন্ট যত দিন চিত্র সংগ্রহ করিতে না পারিতেছেন, তত দিন বাঙ্গলার প্রধান ২ লোক আপাতত কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্র গুলি অর্পণ করিবেন। গবর্ণমেন্ট যখন চিত্র সংগ্রহ করিবেন তখন ইহাদের চিত্র প্রত্যর্পিত হইবে। গবর্ণর জেনারেল কতক গুলি উৎকৃষ্ট চিত্র এই নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। বেঙ্গাল গবর্ণমেন্টও কতক গুলি চিত্র ক্রয় করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল এবং স্বাধীন রাজারা ইহার সহায়তার নিমিত্ত আপাতত ঋণ স্বরূপ অনেক গুলি চিত্র অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই গৃহ সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা রূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। আর্ট স্কুলের নিকট গবর্ণমেন্ট তিনটি গৃহ ক্রয় করিয়াছেন। এই গৃহের কিছু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার হইলে তথায় এই সমুদায় চিত্র রক্ষিত হইবে।

———

আমরা 'ষ্ট্যাটিসটিকাল রিপোটার' হইতে বাঙ্গলা জেলের মৃত্যু সংখ্যা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যাহার কিছু মাত্র দয়া ধর্ম্ম আছে, যাহার শরীরে একটু স্নেহ মমতা আছে, তিনি এই তালিকা পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিবেন। "অক্টবর মাসে বাঙ্গলার জেল সকলের মৃত্যু সংখ্যা গড়ে হাজারকে ৫০ জন। নবেম্বর মাসে হাজারকে ৭৮ জনের অধিক।' সার রিচার্ড টেম্পল কয়াদিদিগের এই রূপ মৃত্যু সংখ্যা দর্শন করিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ইহা নিবারণের কোন উপায় বাহির করিতে পারেন নাই। আমাদের বিশ্বাস কঠোর শাসন ইহার কারণ। ডাক্তার মাউট জেলের কঠোর শাসনের শমতা করিয়া মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করিয়া ছিলেন। সার রিচার্ড যদি ডাক্তার মাউটের অনুসরণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে, মৃত্যু সংখ্যা অচিরাৎ কমিয়া যাইবে।

———

শিক্ষা বিভাগের আর মঙ্গল নাই। বাঙ্গলার প্রকৃত বন্ধু আটকিনসন সাহেবের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গমন করেন এবং রোমে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রেসিডেন্সী কালেজের নিমিত্ত চেম্বারস সাহেব নামক এক জন অধ্যাপক ইংলণ্ড হইতে আগমন করেন। ইনি এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং গবর্ণমেন্ট তাহাকে অনেক যত্ন করিয়া বাঙ্গলায় আনয়ন করেন, কিন্তু তিনি যে দিন বাঙ্গলায় পদার্পণ করেন সেই দিন তাহার মৃত্যু হয়। আবার ইতিপূর্ব্বে বিবি সাহেব, বাবু প্যারি চরণ সরকার প্রভৃতির মৃত্যু হয়।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

আসিষ্টেন্ট মাজিষ্ট্রেট হেনরি সাহেব দরভাঙ্গা জেলার তাজপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ রাজসাহী কমিশনারের পারসনেল আসিষ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু মাধব চন্দ্র মৈত্র জলপাইগুড়িতে বদলি হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবি সয়েদ ওবেদুল্লা বগুড়ায় বদলি হইলেন।

বাবু উপেন্দ্র নাথ ঘোষ হরিপালের মনসফি পদে একটিং নিযুক্ত হইলেন।

বাবু ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঢাকার দ্বিতীয় সবরডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সংবাদ।

—যুবরাজ এ পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে যত উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা প্রদত্ত একটী চিত্র দেখিয়া তিনি যেরূপ মোহিত হইয়াছেন এরূপ আর কিছুতেই তাঁহাকে মোহিত করে নাই। এ দেশীয় এক জন রমণী সেতার বাদ্য করিতেছে চিত্রে ইহাই চিত্রিত হইয়াছে। যুব রাজ এই চিত্রটি দেখিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ চিত্রটি কি ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত চিত্রকরের নির্ম্মিত? মহারাজ বলেন, "না, এটি এ দেশীয় এক জন যুবক আঁকিয়াছে। এই যুবকটি তাঁহার রাজ কার্য্যে নিযুক্ত আছে।" মান্দ্রাজে শিল্প পরিদর্শনে এই চিত্রকর একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের কোথায় যে কত রত্ন পড়িয়া আছে তাহা অনুভব করাও যায় না।

—বিলাত হইতে গত চারি বৎসরে ষ্টেট রেলওয়ে নির্ম্মাণ জন্য ৪৪০০০০০ মন লৌহ এবং অপর কার্য্যের নিমিত্ত ১৩৭২০০০ মন লৌহ এ দেশে আমদানি হইয়াছে। এ দেশে প্রচুর লৌহ আছে, অথচ আমাদের অন্য দেশ হইতে এত লৌহ আনিতে হয়।

—বর্ত্তমান বৎসর আফিঙ্গের যে আয় হইবে গবর্ণমেন্ট অনুমান করেন, তাহা অপেক্ষা ২০৭৯৪১০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

—বোম্বাইয়ে ফিমেশনেরা একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত করিতেছেন। ইহাতে তাহাদের দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

—এ বৎসর মরীচি দ্বীপে যেরূপ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ সেখানে আর কখন হয় নাই। এ পর্য্যন্ত মরীচি দ্বীপে ফারাশি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইয়াছে যে, সেখানে এ দেশীয় টাকা প্রচলিত হইবে। এ দেশে এ বৎসর চিনির বাজার ভারি নরম। মরীচি দ্বীপে যেরূপ চিনি হইয়াছে তাহাতে এবার চিনির বাজার বোধ হয় আরও নরম হইবে।

—পরাপাকেরী নামক এক ব্যক্তি কাদির মিসা মিরা কয়েল নামক জনেক ব্যক্তির নামে নিগাপাতামের তহসিলদারের নিকট অভিযোগ করে। তহসিলদার অপরাধীর নামে শমন পাঠান। অপরাধী তহসিলদারের নিকট উপস্থিত হয় এবং জামিন দিতে চাহে কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। এ ব্যক্তি কিয়ৎ কাল কারাগারে থাকে এবং তৎ পরে এক জন কুলী স্ত্রীলোককে বাহির করণ অপরাধে ইহাকে উত্তর তাঞ্জোরের সেসনে সোপর্দ্দ করা হয়। আপিলেট কোর্টে সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে অপরাধীর কোন দোষ নাই এবং তাহাকে খালাস দেওয়া হইল। মিরা কোয়েল খালাস হইবা মাত্র সুবারডিনেট কোর্টে বাইশ শত টাকা খেসারতের দাবি দিয়া তহশিলদারের নামে নালিশ করিল। সুবারডিনেট জজ এ মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। কিন্তু এ বিষয় আপিল করাতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যে, প্রকৃতই মন্দ অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাদী বাদীকে এরূপ অন্যায় রূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তহশিলদারের বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তিন শত টাকা এবং খরচা বাদে তিন শত পঁচাত্তর টাকার ডিক্রী দিলেন। তহশিলদার হাইকোর্টে আপিল করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার হাগুলী সাহেব ডিক্রী স্থগিতের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, কারণ বাদীর এমন কোন সম্পত্তি নাই যদ্দারা স্পেশাল আপিলেণ্ট হাইকোর্ট হইতে ডিক্রী পাইলে তাহার ডিক্রী অনুযায়ী টাকা আদায় হয়। হাইকোর্ট ডিক্রী স্থগিত রাখিয়াছেন।

—ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর যত বন্য জন্তু ও বিষাক্ত সর্প হত হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কত ব্যয় হয় এবং বৎসরে কত জন্তু ও সর্প ধ্বংশ হয় তাহার রিপোর্ট ষ্টেট সেক্রেটারী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বন্য পশু ও সর্প কুল বিনাশের নিমিত্ত যৎ সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক টকা ব্যয় করিতেন তাহা হইলে এত দিন হিংস্র জন্তু ও সর্প বংশ নির্ম্মূল না হউক, ইহাদের সংখ্যা যে শত গুণ কমিয়া যাইত তাহার সন্দেহ নাই। ষ্টেট সেক্রেটারী গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষতিজনক কৃপণতা যদি দূর করিতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত বিস্তর মঙ্গল হয়।

—এ দেশে কাপড়ের ব্যবসা মেঞ্চেষ্টর ধ্বংশ করিয়াছেন। লিবরপুল বোধ হয় সত্বর লবণের ব্যবসায় ধ্বংশ করিবেন। এ বৎসর লিবরপুল হইতে এ দেশে যে লবণ আসিয়াছে তাহার শুল্ক গত বৎসর অপেক্ষা বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয় হিসাব করিবার নিমিত্ত এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করেন কিন্তু ইহা দেখিয়া আমাদের যম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অন্য দেশে এরূপ বিষয় প্রকাশিত হইলে লোকে উত্তেজিত হয় ও তাহারা কিসে স্বদেশীয় ব্যবসা রক্ষা করিবে তাহার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করে। আমাদের ইহা দেখিয়া হতাশ উপস্থিত হয় এবং যে একটু উৎসাহ আশা ভরসা থাকে তাহা অন্তর্হিত হয়।

—গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে ৯৯৪ জন বন্দী ডেমারা এবং ফারাশিশদিগের ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। এবার ট্রিনিদাদ, জেমিয়াকা, নাটাল অথবা মরিসাসে কোন বন্দী প্রেরিত হয় নাই। বন্দীদিগের মধ্যে ৮৪৬জন হিন্দু এবং ১৪৮ জন মুসলমান।

—টমাসন কালেজ নামক বিদ্যালয়ের এক জন কর্ম্মচারী ডগলাস সাহেব বিষ পান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

—ষ্ট্যাটেটিসটিকাল রিপোর্টে সিরাজগঞ্জের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে ছয়টী ইংরাজের কার্য্যালয় আছে। একটি পাটের কল আছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি শাখা আছে। পাবনা, ময়মানসিংহ, রংপুর, বগুড়া, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমুদয় বাণিজ্য দ্রব্য কলিকাতায় প্রেরিত হয় তাহা সমুদয় সেরাজগঞ্জ দিয়া যায়। সিরাজগঞ্জের পাটের কলটী উত্তম চলিতেছে। গত বৎসর এখানে এক লক্ষ মন পাটের থ্রান প্রস্তুত হয়।

—গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত তালিকাটী প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ৯০৭০৮৬ বর্গ মাইল ভূমি ইংরাজেরা অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে ৫০টী বিভাগ, ২৩৫টী জেলা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭০৪১২৫৯ ঘর বসতি এবং জন সংখ্যা ১৯০৫৬৩০৪৮। ইংরাজদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সমুদয় রাজার মিত্রতা আছে তাহাদের রাজ্যের পরিমাণ ফল ৫৪৬৬৯৫ বর্গ মাইল এবং জন সংখ্যা ৪৮২৬৭৯১০ অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ১৪৫৩৭৮১ বর্গ মাইল এবং জন সংখ্যা ২৩৮৮-৫০৯৫৮। ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষে ১৩৯২৪৮৫৬৮ জন হিন্দু, ১১৭৪৪৩৬ জন শিক, ৪০৮৮২৫৩৭ মুসলমান, ২৪৩২৪৫১ বৌদ্ধ এবং ৮৯৬৬৫৮ জন খৃষ্টান এবং অপর জাতি ৫১০২৮২৩। ভারতবর্ষে প্রায় ৪৩৫১৭৫ জন লোক আছে যাহাদের কোন ধর্ম্মই নাই।

—সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে এক জন দেশীয় তাঁতি একটী কল প্রস্তুত করিয়া বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। এই কলের দ্বারা পেণ্টলুন, কোর্ত্তা প্রভৃতি জামা অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয়। এক ব্যক্তি এই যন্ত্র চাক্ষুষ দেখিয়া কাপড় প্রস্তুত সম্বন্ধে এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে যেরূপ জামা প্রস্তুত করিতে হইবে কাপড় তদনুরূপ করিয়া কাটিয়া লইয়া বয়ন যন্ত্রে স্থাপন করিতে হইবে; তাহা হইলে যে সমস্ত অংশ যুড়িতে হইবে সে অংশ আপনা হইতেই শেলাই হইয়া যাইবে। শেলাইয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিলে বস্ত্রের সংযোজনের স্থল চেনা যায় না। শেলাই যন্ত্র অপেক্ষা এই কলে কাপড় অতি শীঘ্র এবং উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়।

—জান সাহেব নামক এক জন ফকির গণনা শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যক্তি হাবড়া ও কলিকাতার অনেক ব্যক্তির নিকট পরিচিত। সম্প্রতি এক জনের কতক গুলি সোণার গহনা হারাইয়া যায়। সে ঐ ফকিরের নিকট তাহার অপহৃত গহনার বিষয় জিজ্ঞাসা করে। ফকির আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া এক খানি রাশি চক্র বাহির করিল। ইহাতে সমস্ত রাশি, নক্ষত্র এবং কতক গুলি আকৃতি অঙ্কিত ছিল। ফকির রাশি চক্র দেখিয়া যে ব্যক্তির জিনিস হারাইয়াছে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল যে, যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে সে তাহার অধীনে কাজ করে, এবং এই রাশি চক্রে যেরূপ দাগ দেখিতেছ তাহার পৃষ্ঠেও ঐরূপ একটি দাগ আছে এবং সমস্ত অপহৃত দ্রব্য কোন এক জন পোদ্দারের নিকট রন্দক আছে। তৎ পরে এই ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে ফকীর যাহা২ বলিয়াছিল তাহা সমুদয় সত্য।

—গত সোমবারে পুনা নগরে মুলামুটা নদির দুধারে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া গোয়ারা ডুবান দেখিতেছে ইতি মধ্যে হঠাৎ গোল হইয়া উঠিল যে, এক জন মানুষ ডুবিয়াছে। মেজর ফসবারি সেই সময় নৌকারোহণে তথায় উপস্থিত হন এবং ঐ কথা শুনিবা মাত্র নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দেন। তিনি চারি বার ডুব দিয়া পঞ্চ দশ বর্ষের একটী বালক লইয়া ভাসিয়া উঠেন এবং অনেক কষ্টে তাহাকে লইয়া তীরে উপস্থিত হন। ফসবারি সাহেব অতি বীরত্ব দেখাইয়া বালকটীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তৎ পরে বালকটী অতি অল্প কাল মাত্র জীবিত ছিল।

—নেজার কোয়াইলের সুবর্ণ জরি না লইয়া রাজ কুমার ত্রিবাঙ্কুর পরিত্যাগ করিবেন না। কারণ এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট সোণার জরি প্রস্তুত হয় এরূপ ভারতবর্ষে আর কোথায়ও হয় না। নেজার কোয়াইলের মিসনারি মহিলাগণ রাজ কুমারকে জরি উপঢৌকন দিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। যাহা হউক ফেরার সাহেব তাহাদের প্রদত্ত জরি রাজকুমারকে দিবেন। মান্দ্রাজের বিশপ এই জরি দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন রাজকুমার যে সমুদয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভারতবর্ষে উপঢৌকন স্বরূপ পাইয়াছেন তত্তুলনায় এই জরি নিকৃষ্ট হইবে না।

—২৯শে জানুয়ারি হইতে ৪টা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে ২ জন ইউরোপীয়, ১৪ জন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ২৩৯ জন হিন্দু, ৫৭ জন মুসলমান মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০২ জন। ইহার পূর্ব্বে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সময়ে গড়ে ২৬৭ জন করিয়া মরিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ জন বসন্ত রোগ, ৪৪ জন জ্বর, ২৮ জন আমাশা, ২৩ জন অতিসার, ৫০ জন ওলাউঠা, এবং ১৫৪ জন অন্যান্য রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে। এখানকার জন সংখ্যা ৩৯৬,৫৫২। উপরোক্ত সপ্তাহে সহস্র জনের মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৯৫ জন করিয়া মরিয়াছে।

—কাশ্মীরের মহারাজা যুবরাজকে এক খানি শাল উপহার দিয়াছেন। এ খানির মূল্য দশ হাজার টাকা। ইহাতে কাশ্মীর রাজ্যের মানচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। কাশ্মীরের নদ, নদী, পর্ব্বত, উপত্যকা, বন সমুদয় ইহাতে চিত্রিত রহিয়াছে।

—মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহম ১৬ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় রওনা হইবেন। তিনি এখানে চারি দিন থাকিবেন।

—যখন দিল্লিতে কাল্পনিক যুদ্ধ হয় তখন সেখানে ৪৮৫২৬ জন সৈনিক পুরুষ, ১১৪৯২টি অশ্ব, ২১৩টি হস্তি ও ৮০৩৪১২৮৯ বলদ উপস্থিত ছিল।

—ইউরোপীয় তুর্কিতে যে সমুদয় প্রজারা বিদ্রোহী হয় তাহাদের উপর তুর্কি গবর্ণমেণ্টের সৈন্যেরা ভারি উপদ্রব করিতেছে। এই রূপ রাটী হয় যে, তাহারা এক রাত্রে সমুদয় বিদ্রোহী খৃষ্টানদিগকে বিনষ্ট করিবে। ইউরোপে খৃষ্টানদিগের প্রাদুর্ভাব, সেখানে এরূপ উপদ্রব করিলে তুর্কি গবর্ণমেণ্ট বিপদাপন্ন হইতে পারেন।

—যুবরাজের ভারত দর্শন সম্বন্ধে ভারতবর্ষবাসীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্য লিখিতে পারিবেন তিনি পুরস্কার পাইবেন এই রূপ একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপন অনুসারে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে ইংলণ্ডে উক্ত বিষয়ক পদ্য প্রেরিত হইয়াছে। বাঙ্গলা হইতে রামশর্ম্মা, হরচন্দ্র ঘোষ, সতীশ চন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ চন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েক জন পদ্য পাঠাইয়াছেন। বাবু হেমচন্দ্র ও বাবু নবীন চন্দ্রের দুই খানি পদ্য ইংলণ্ডে পাঠান উচিত ছিল।

—আমরা ভাবিয়া ছিলাম যে, যুবরাজ আর কোন স্থানে তাঁহার বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, কলিকাতার সাধারণ লোকের উপকারার্থে তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ যৎসামান্য দানে যুবরাজের নাম কলঙ্কিত হয় মাত্র।

—মান্দ্রাজ ষ্টান্ডার্ড বলেন, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট রাজ কুমারের আগমনোপলক্ষে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

—বাঙ্গলার ৬৩৫ জন সিবিল সারভাণ্টের মধ্যে গত ডিসেম্বর মাসের শেষে ৬৭ জন ছুটীতে অনুপস্থিত ছিলেন।

—সিন্ধিয়ান পত্রিকা বলেন, খেলাতের খাঁর অতিশয় বিপদ। নুরুদ্দিন মেঙ্গালকে খুন করায় তাহার কতক গুলি প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। নুরুদ্দিনের ভ্রাতা এব্রাহিম ১৮ হাজার সৈন্য জড় করিয়াছে এবং সত্বর সে খাঁকে আক্রমণ করিবে। এব্রাহিম বলিতেছে যে, তাহার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া সে ক্ষান্ত হইবে না।

—সকত্রা নামক একটী দ্বীপ ইংরেজেরা কিনিয়াছেন। ইহা এডেন উপসাগরের নিকটবর্ত্তী এবং গুয়ারডাফুই অন্তরিপ হইতে অধিক দূরে নহে। এটি মাসকাটের ইমামের সম্পত্তি ছিল। ইহার পরিমাণ ফল এক হাজার মাইল এবং আপাতত ৫ হাজার লোক এখানে বাস করে। এই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া লোহিত সমুদ্রে পড়িতে হয়, এই নিমিত্ত এই দ্বীপটি বিশেষ মূল্যবান। এখানকার অধিবাসীগণ প্রায় আরব ও কাফ্রি এবং অল্প সংখ্যক পর্ত্তুগিজ ফিরিঙ্গিও আছে। সকত্রার মৃত্তিকা সারবান নহে এবং তথায় পাথুরে চুন ও গ্রানাইট পাথর ভিন্ন প্রায় আর কিছুই জন্মে না। ইহার মধ্য ভাগ পর্ব্বতময় এবং একটী পাথুরে চুনের পর্ব্বত প্রায় ৫ হাজার ফিট উচ্চ। সকত্রার রাজধানীর নাম তামারিন্দা। রাজধানীতে অতি অল্প লোকই বাস করে। এখানকার বাণিজ্য ব্যবসায় মসকাটের সহিত হইয়া থাকে। মুসব্বর, গঁদ, তেঁতুল, তামাকি ও খেজুর সচরাচর এখান হইতে অন্য দেশে রপ্তানি হয়।

—গত যে সপ্তাহ ৫ই ফেব্রুয়ারীতে শেষ হয় সেই সপ্তাহে কালকাতায় দুই শত এগারো জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তৎ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৬৭টি কম। ইহাদের এক জন বসন্ত, বারো জন ওলাউঠা, ২৭ জন আমাসা এবং ৭৭ জন জ্বরে প্রাণ ত্যাগ করে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন খৃষ্টান, ১৬৭ জন হিন্দু, এবং একচল্লিশ জন মুসলমান।

—শ্যাম রাজ্যে দুই জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহাদের ক্ষমতা প্রায় তুল্য, কেবল বড় রাজার ক্ষমতা একটুকু বেশী। ইহাদের উভয়ের ভিন্ন সৈন্য, উভয়ের ভিন্ন মন্ত্রী সভা, ভিন্ন রাজধানী কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাদের পরস্পরে কখন বিবাদ বিসম্বাদ হয় না। পৃথিবীর বোধ হয় কোন রাজ্যে এরূপ প্রণালীতে শাসন হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে পুত্রে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন না। রাজার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতা অভাবে খুল্লতাত সিং... প্রাপ্ত হন। যদি ভাই কি খুড়া কেহ না থাকেন তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পিশীর সন্তান না হন তাহা হইলে আবার তাহার সিংহাসন পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। পিশীর সন্তান কিরূপ বলিতেছি। শ্যাম রাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত যে, রাজা তাহার ভগ্নিকে বিবাহ করিবেন, অবশ্য যদি তাহার ভগ্নি থাকে। ...মবাসীরা ইহাকেই কেবল রাণী বলিয়া স্বীকার করে। রাজার আরো শত সহস্র স্ত্রী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বিবাহিত ভগ্নি ভিন্ন আর কেহ রাণী উপাধি ধারণ করিতে পারেন না। ইহার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে তিনিই কেবল মৃত রাজার ভ্রাতা কি খুল্লতাত অবর্ত্তমানে সিংহাসনে আরূঢ় হইতে পারেন। যদি রাণীর পুত্র সন্তান না হয় তাহা হইলে রাজার অন্যান্য স্ত্রীর গর্ব্ভে যে সকল পুত্র সন্তান জন্মে তাহাদের মধ্য হইতে এক জনকে রাজতক্তায় উপবেশন করান হয়। শ্যামের বর্ত্তমান বড় রাজা রাণীর পুত্র নহেন। ইনি রাজার অন্য এক স্ত্রীর গর্ব্ভজাত। ইনি এই রূপে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শ্যামের মৃত ছোট রাজা, যিনি মৃত বড় রাজার খুল্লতাত ছিলেন, তিনি বড় রাজার জীবদ্দশায় মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। কিছু দিন পরে বড় রাজার মৃত্যু হয়। তাহার বিবাহিত ভগ্নীর পুত্র সন্তান না থাকায় আইনানুসারে ছোট রাজার পুত্র বড় রাজার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এবং সম্ভবতঃ ইনিই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু রাজ ভবনের কোন চক্রী ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ছোট রাজার সিংহাসনে বসাইয়া দেয়, মৃত রাজার অন্য এক স্ত্রীর পুত্রকে বড় রাজার সিংহাসন অর্পণ করে। এক্ষণকার ছোট রাজা ও বড় রাজায় তত প্রণয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ছোট রাজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। ছোট রাজা থাকিতে বর্ত্তমান বড় রাজার সিংহাসনে কোন দাবি নাই, কিন্তু তথাচ তিনি উহা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ছোট রাজা তাহার প্রাপ্য সিংহাসন উদ্ধার করিবার জন্য সুযোগ তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু বড় রাজাও বিশেষ সতর্ক আছেন। কিছু দিন হইল ইহাদের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বড় রাজা স্ত্রীলোক লইয়া প্রায় অন্দরে বাস করেন। এক দিন তিনি হঠাৎ শুনিতে পান যে, রাজ অট্টালিকার এক অংশে অগ্নি ধরিয়া গিয়াছে। লোক জন সমুদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অগ্নি নিবারণের চেষ্টা করিতেছে ইতি মধ্যে ছোট রাজা প্রায় দুই শত সৈন্য সহ বড় রাজার রাজপুরে উপস্থিত। বড় রাজা ভীত হইয়া তখনই তাহার সৈন্যগণকে আহ্বান করেন এবং ছোট রাজা ও তাহার লোক জনকে তাড়াইয়া দেন। ছোট রাজা বলেন যে, আগুন নিবারণ করিবার জন্য তিনি আগমন করেন, কিন্তু বড় রাজার সৈন্যগণ তাহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ২ ধাবিত হয়। অবশেষে ছোট রাজা ব্রিটিশ দূতের গৃহে আশ্রয় লন। দূতকে তাহারা অনেক ভয় প্রদর্শন করে কিন্তু তিনি কোন ক্রমে ছোট রাজাকে শত্রু হস্তে অর্পণ করেন না। ইহাদের গোলমাল আপাতত মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সৌহৃদ্য স্থাপিত হওয়া একরূপ অসম্ভব।

—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ে অতি ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলা কি বোম্বাইয়ে বৎসর ন্যূনাধিক সহস্র নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়, কিন্তু গত বৎসর মধ্য প্রদেশে সর্ব্ব সাকল্যে দুই খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়।

—নিজামের রাজ ধানীতে প্রায় দশ হাজার সুনি পাঠান আছে। ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয় এবং প্রায় শান্তি ভঙ্গ করে। সে দিবস নিজামের শিক্ষক ইহাদিগের এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত হন। শুনা যাইতেছে যে, সার সালার জং ইহাদিগকে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা নির্ব্বাসিত হইয়া কোথায় যাইবে? বোধ হয় এটি জনরব মাত্র।

—মক্কা পরিদর্শন করিয়া আর এক জন ইংরেজ সম্প্রতি বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। ইহার নাম এইচ ব্রাউন। ইহার পূর্ব্বে কাপ্তেন বার্টন নামক আর এক জন ইংরেজ মক্কায় গমন করেন এবং তিনিও এখন বোম্বাই আছেন। ব্রাউন সাহেব সত্বর তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবেন।

—কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরীটী বোধ হয় উঠিয়া যাইতেছে। এটি কলিকাতার দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই লাইব্রেরী দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে ও কত উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা বলা যায় না। এটী উঠিয়া গেলে যে অভাব হইবে তাহা কিছু দ্বারা পূরণ হইবে না।

—এক ব্যক্তি মশক দংশনের একটি ঔষধ আবিস্কার করিয়াছেন। ঔষধটী এই। যে কোন পোকা শুকাইয়া গুড়া করিতে হইবে। এই গুড়ার টিনচার করিয়া তাহার এক ভাগ লইবে এবং উহার সহিত দুই ভাগ সুরা ও দুই ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া শরীরের যেখানে মালিস করিয়া দিবে সেখানে আর মশা লাগিবে না। যিনি এই ঔষধ আবিস্কার করিয়াছেন তাহার নাম ডাক্তার জ্যাগর। ইনি জারম্যান এবং শ্যাম দেশে এই ঔষধ আবিস্কার করেন। কিন্তু শ্যাম দেশের মশকের নিকট যাহা বিষ তাহা এ দেশীয় মশকের আহার হইতে পারে। ডাক্তার জ্যাগর কি ভারতবর্ষে তাহার ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

—এক খানি ইংরেজী পত্রিকা বলেন যে, খেলাতের খাঁ অতিশয় ভয়ানক লোক। ইহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। নাক্রুদ্দিন মেঙ্গল নামক এক ব্যক্তিকে ইনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বধ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাহার রাজ্যের সমুদায় সর্দ্দারগণ একত্রিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে আশংকা করিতেছেন যে, খেলাতের খাঁর এবার ভারি বিপদ এবং তিনি কদাচ তাহার সিংহাসন রক্ষা করিতে পারেন।

—পিরাকের যুদ্ধ এক রূপ অবসান হইয়াছে। ইংরেজদের যদিও অনেক গুলি সৈন্য মারা পড়িয়াছে কিন্তু তাহারা পিরাকবাসীদিগকে প্রায় দমন করিয়া তুলিয়াছেন। ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্টের গবর্ণর এই মর্ম্মে এক খানি ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন যে, যেহেতু বার্চ সাহেবের হত্যাকারীদের ধরিবার নিমিত্ত যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয় তাহারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শত্রুদিগকে অপদস্থ করিয়াছে, অতএব সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা এই হত্যাকারীদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়মে পুরস্কার পাইবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাণ্ডাক আদাম মহারাজা লিলা, ফাতু সাগর এবং পাণ্ডাক ইনদাতুকে ধরিয়া দিতে পারিবে সে পর্য্যায়ক্রমে ১২০০০, ৬০০০ এবং ৬০০০ টাকা পুরস্কার পাইবে। যে সকল লোক ইংরেজদের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় গৃহে আগমন করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিবার নিমিত্তও উত্তেজনা করা হইয়াছে।

প্রেরিত।

মুরসিদাবাদ সভা।

এই সভার গত অধিবেশনে এজমালী জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয়।

শ্রীযুত রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর বলেন যে, প্রস্তাবিত আইনের সমগ্র পর্য্যালোচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন, যে উক্ত আইন পাস হইলে জমিদারগণকে নাবালগের ন্যায় থাকিতে হইবে। কালেক্টর বা ম্যানেজার তাঁহাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা হইবেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেও জমিদারগণকে ওয়ার্ডে থাকিবার ন্যায় থাকিতে হইবে। সুতরাং এই আইন দ্বারা জমিদারগণের স্বত্বের বিশেষঃ হানির সম্ভাবনা। তিনি আরও বলেন এই আইনের পাণ্ডুলিপি অতি অসম্পূর্ণ, কারণ এক বিষয়ের দুই সরীক হইলে সে স্থলে কিরূপ হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বলেন, বোধ হয়, তিন শ্রেণীর লোক এই আইনের ফল ভোগ করিবে। এখানে ষ্টেট অর্থে কেবল জমিদারী বুঝাইতেছেনা। জমি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বুঝাইতেছে, সুতরাং লাখরাজ জমিও বুঝাইতে পারে। প্রথম গবর্ণমেণ্ট, এ আইনের ফল ভোগী হইলেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পত্তনিদারগণের বড় ক্ষতি হইবে না। লিখিত পড়িত বন্দবস্তের সহিত, এ আইনের কোন সম্পর্ক নাই। তৎপর, দুই শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ এজমালি জমির প্রজা, আর এজমালি বিষয়ের অধিকারিগণ, এই আইন দ্বারা বিশেষ আবদ্ধ হইতেছে। এজমালি প্রজার যে অসুবিধা ও কষ্ট হয়, তাহা সকলেই জানেন। এক প্রজার নিকট পাঁচ গোমস্তায় খাজানা আদায় করিতে হইলে এক প্রজাকে পাচ মনিবের মন যোগাইতে হইলে, এজমালির বিষয় লইয়া সরিকি বিবাদ ঘটিলে প্রজা লোকের যে বিশেষ ক্লেশ হয় তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। সে সকল ক্লেশ নিবারণ জন্য এ আইন ভাল বোধ হয়। ইহা দ্বারা এজমালি বিষয়ে এক ব্যক্তি জমিদার স্বরূপ হইবে। পাচ সরিকি বিষয় যে প্রায় নষ্ট হয়, ইহা দ্বারা তাহা হইবে না। যেটি সকলের কর্ত্তব্য, তাহাতে প্রত্যেকের যে হতদার হইয়া থাকে তাহা হইবে না। এরূপ, অনেক সময় শুনা যায় যে একটী পুলের অভাবে দুই হাজার বিঘা জমি নষ্ট হইতেছে কিন্তু এজমালির বিষয় বলিয়া সে পুলটি প্রস্তুত হয় না। এ আইন পাশ হইলে এরূপ ক্ষতিও হইবেনা। অনৈক্য বশতঃ যে সকল ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয় ইহা দ্বারা সে গুলি তত নষ্ট হইবেনা। তাহা বলিয়া এই আইনের দ্বারা যে অমিশ্র উপকার লাভ হইবে এমত নহে। এক্ষণে দেখা যাউক জমিদার সম্বন্ধে এই আইন কত দূর উপকারক।

যদি এজমালি বিষয়ের অংশীদারগণের মধ্যে ঐক্য থাকে তাহা হইলে এ আইন, সে স্থলে কোন অপকার বা উপকার করিতে পারে না সুতরাং নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে স্থলে সরিকি বিবাদ সেই স্থলেই এই আইন প্রয়োজন। অতএব সে স্থলে এ আইন দ্বারা কত দূর উপকার হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেশে দেখাইবার লোক জমিদারগণ, সেই জমিদারগণকে রক্ষা করা সকল বাঙ্গালির অবশ্য কর্ত্তব্য। এজমালি বিষয়ের অংশীদারগণ মধ্যে যে বিবাদ বিশম্বাদ সম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং ঐ রূপ বিবাদ স্থলে, ম্যানেজার দ্বারা যত দূর অনিষ্ট হইতে পারে তত দূর উপকার সম্ভাবনা নাই। যদি একটি জমিদারির ৸৶ আনা অংশীদার এক ব্যক্তি হয়। আর এক আনা অংশীদার ৩।৪ জন হয় তাহা হইলে ঐ তিন চারি জনের ইচ্ছানুসারে ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে; এবং তাহাদিগের চক্রান্তে ম্যানেজার দ্বারা ঐ ৸৶ আনা সরীকের বিস্তর ক্ষতিও হইতেও পারে। আইন কর্ত্তা যে এ সকল বিষয় চিন্তা করেন নাই কি ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই তাহা আমি বলিতে চাহি না। বোধ হয় তিনি এ সকল বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক এ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রায় সর্ব্বাংশে অসম্পন্ন সুতরাং এ আইন সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রজা ও জমিদারে সর্ব্বদা সম্প্রীতিতে থা... এমন স্থলে, মধ্যবিৎ জমিদারগণের

সম্পূর্ণ লোকসান। খাজানার জন্য প্রজা লোকের ক্লেশ অপেক্ষাকৃত অল্প। আর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এ আইন পাশ হইলে এজমালির জমিদারগণকে কোর্ট অব ওয়ার্ডের বালক জমিদারগণ অপেক্ষা মন্দ অবস্থায় থাকিতে হইবে জমিদারির আয় সুদের আয় অপেক্ষা মন্দ হইয়া উঠিবে। সুদের আয় নিশ্চিত জমিদারির আয় অনিশ্চিত, ইহাতে অনেক লোকসান সম্ভব। এ সকল বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে এই আইন দ্বারা যত দূর উপকার তাহা অপেক্ষা অপকার অধিক, সুতরাং এ আইন অনুমোদনীয় নহে।

শ্রীযুত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, এ আইন সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হইলে দুটি বিষয় স্থির করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ এই আইনটী আবশ্যক কি না। এই আইনের সার মর্ম্ম এই যে এক প্রজা দুই ব্যক্তিকে খাজানা দিবেনা। এবং এক অংশীদার প্রজার নিকট খাজানা লইতে পারিবে না। জমি সম্পর্কীয় তাবৎ বিষয়ের সহিত এ আইনের সম্পর্ক আছে, যেমন পত্তনীদার, ইজারদার ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক এ আইন প্রয়োজন কি না? আর যদি প্রয়োজন হয় তবে কি কি কারণেই বা প্রয়োজন।

এ আইনের প্রয়োজন এই আইনে স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই। এরূপ প্রথা নিতান্ত মন্দ। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে যে সকল আইন পাস হইয়াছে সে সকল গুলিতে ঐ সকল আইনের আবশ্যকতা উত্তমরূপে ব্যখ্যা করা হইয়াছে এখন আর তাহা হয় না। এখন একস পেড়িয়েন্ট মূল।

প্রজার ক্লেশ ও অত্যাচার নিবারণ এই আইনের একটী উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এখন দেখা কর্ত্তব্য কিসে প্রজার অত্যাচার ও ক্লেশ হয়। এক, এজমালির প্রজা হইলে ১৬ আনা স্থলে ১৭ আনা খাজানা দিতে হয়। আর, সরীকি বিবাদ হইলে প্রজার ক্লেশ কত দূর প্রকৃত।

রাজা প্রজা সম্বন্ধ চুক্তি মূলক। সেই চুক্তি বজায় রাখিয়া এক্ষণকার আইন অনুসারে সরীকগণ প্রজার নামে নালিস করিতে পারে। তাহাতে ১৬ আনা স্থলে ১৭ আনা খাজানা দিতে হয় না। আবার সরীকগণকে পক্ষা পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মোকদ্দমা করিলে মোকদ্দামা ডিসমিস হয়। সুতরাং বাকি খাজানার মোকদ্দামার সকল সরিককে একরূপ একত্র হইতে হয়।

তাহার পর সরিকী বিবাদে সকল প্রজার ক্লেশ কিম্বা অত্যাচার হয় না। বরং ঐরূপ অবস্থায় প্রজার সুবিধা হইয়া থাকে। অতএব সরিকী প্রজার যে ক্লেশ ও অত্যাচার [illegible]ত দূর কাল্পনিক তত দূর প্রকৃত নহে। সুতরাং প্রজা লোকের যে ক্লেশ ও অত্যাচার নিবারণ জন্য এই আই[illegible]শ্যক বিবেচনা করা যাইতেছে, সে ক্লেশ ও অ[illegible] প্রকৃত নহে। এ জন্য এ আইনের প্রয়োজন দেখা যায়না।

দ্বিতীয়তঃ এই আইন দ্বারা জমিদারগণের লাভালাভ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে দেখা যায়, যে এই আইন দ্বারা এক পক্ষের স্বত্ত্বের হানির সম্ভাবনা। আপনার স্বত্ব আপনি না বুঝিলে, আইন দ্বারা অত্যাচার নিবারণ করা যায় না। প্রজার জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলে তাহারদিগের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ হইবে না। কিন্তু জমিদারগণের এই আইন দ্বারা বিশেষ হানি হইবে।

ইতি পূর্ব্বে কমিসনারগণ আইন অনুরূপ একটী রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাহার ভাব দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, যেন, কলেক্টর সকলি লইবেন, জমিদারগণ বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিবে। এই আইন যদিচ ঠিক তদনরূপ নহে, কিন্তু বোধ হয়, অন্য প্রকারে সেই [illegible] সফল করা এই আইনের উদ্দেশ্য। ম্যানেজা[illegible] বিষয় এ আইনে কিছু লেখা হয় নাই। ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেই যে প্রজার উন্নতি হইবে, তাহার সম্ভব কি? প্রজায় খাজানা বন্ধ করিলে, কি খাজনা অনাদায় হইলে জমিদারগণ স্বস্ব পরিবারের অলংকার বন্ধক রাখিয়া বিষয় রক্ষা করে।

ম্যানেজার কি তাহা করিবে? ম্যানেজার কি অত্যাচারী হইতে পারে না? যদি সরিকগণ টাকা না দেয় তবে ম্যানেজার কি নিজে টাকা দিয়া উপকার করিবে? না উন্নতি করিবে? বৈকুণ্ঠ বাবু ঠিক বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি ৳৶০ আনা অংশীদার, আর পাঁচ ব্যক্তি এক আনার অংশীদার হইলে, সেই পাচ ব্যক্তির চক্রান্তে ৳৶০ আনা অংশীদারের বিস্তর ক্ষতি হবে।

শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, কি আশ্চর্য্য, যাহার যেটী অভিলাষ হইবে, তিনি আমাদিগের দ্বারা, তাহার একস্পেরিমেণ্ট (পরীক্ষা) করিবেন। শৃগাল কুকুর দ্বারা যেরূপ সর্প ঔষধের একস্পেরিমেণ্ট করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের দ্বারা আইন বিশেষের পরীক্ষা করা হয়। যাহা হউক ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। আর তাহা হইলে জমিদারগণকে এক রূপ পেনসনভোগী করা হয়। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, লেজিস্লেটিভ কাউনসিলে, আমাদিগের এ আইনের প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

এই আইন দ্বারা কি প্রজা, কি জমিদার কাহার কত দূর ইষ্ট সাধন হইতেছে, তাহাও দেখা উচিত। যে বিষয়ে একবার ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে, চিরকালই ম্যানেজাররে হস্তে থাকিবে, সকল অংশ এক ব্যক্তি খরিদ না করিলে, আর সে বিষয় জমিদারের হস্তে আসিবে না। এই রূপে সকল বিষয়ই ম্যানেজার বা গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাইবে। কোরফা প্রজার খাজানা আদায় জন্য, প্রজার জোতেও ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে। তখন প্রজা লোকের যে কি দশা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে, এবং জমিদারের যে কি দশা ঘটিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে। ফল গতিক মন্দ।

যাহার বিষয়, তাহার যত যত্ন হয় অন্যে কখনই তত যত্ন করেনা। প্রজার হিত চিন্তা জমিদারগণের একান্ত ইচ্ছা। তবে যে কখন২ বিবাদ বিসম্বাদ হয়, সেটী নিয়মবর্জ্জিত মাত্র। এজমালির প্রজার যে কোন ক্লেশ নাই, এমত নহে। অসুখ সকল কার্য্যেই আছে, কিন্তু সেই একটু অসুখ নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্ট বিপুল অসুখ উৎপন্ন করিয়া বসেন। জমী সম্বন্ধীয় বিষয়ে সর্ব্বই বিবাদ সম্ভব। সুতরাং সামান্য২ জমিদারিতে ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে ম্যানেজার বা কি খাইবে, অংশীদারগণের বা কিসে চলিবে। অল্প আয় জন্য বাজে ব্যয়ে সকলি যাইবে। জমিদারি নষ্ট না হইলে হইতে পারে, কিন্তু লাভ কিছুই থাকিবে না। বাকি খাজানা আদায় কিম্বা খাজানা অদায়ের উপায় করা এ আইনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে এ রূপ একটী ধারা করিলেই যথেষ্ট হইত যে সকল সরিক একত্র না হইলে প্রজার নামে নালিস করিতে পারিবে না। এই আইন দ্বারা আমাদিগের হস্ত হইতে সকলি লইবার ভাব প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীযুত বাবু রাম নৃসিংহ মুস্তফি মহাশয় তৎপর বলেন যে সরিক হইলে বরং প্রজার উপকার, অপকার বড় দেখা যায় না। সরিকী বিবাদ প্রজার সুবিধা জনক। এক জন জমিদার হইলে, প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে, কিন্তু বহু সরিকের প্রজা হইলে, প্রজার লাভ হয়। তখন কোন২ সরিক প্রজার পক্ষ হন। এ রূপ দেখা যায়, এক জন সরিক অপর সরিকের হাত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই আইন করিতেছেন, তাঁহারা প্রজার অবস্থা অবগত নহেন।

সকলই স্বার্থ ভোগী। ম্যানেজার যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া প্রজার ভাল চেষ্টা করিবে, তাহার সম্ভব কোথায়? এখন অংশীদারগণ একত্র হইয়া গোমস্তা রাখিয়া থাকে। সুতরাং ম্যানেজার রাখিবার প্রয়োজন কি? এজমালির প্রজা হওয়া ভাল, তাহাতে এক জন অন্যায় করিলে, অপরে তাহার প্রতিবিধান করে। ম্যানেজার অন্যায় করিলে, তাহার প্রতিবিধান করা সহজ হইবে না, সুতরাং এ আইন নিষ্প্রয়োজন।

তৎপর শ্রীযুত বাবু গোপাল চন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে এই আইনের পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত হইলে এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এ আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে। সরিকগণ, প্রজার নামে মোকর্দ্দমা করিলে প্রজার যে ক্লেশ, তাহা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইতে পারে। মোকর্দ্দমার সংখ্যা অল্প করাও গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রশ্রয়ে প্রজা সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে জমিদারগণই মন্দ, কিন্তু বাস্তবিক জমিদারগণের সকল দোষ নহে। অনেক সময় প্রজা কিছুতেই নরম হইতে চাহে না।

গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়টী ভাল কি মন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বিষয়টী ভাল হইলেও এ রূপ অসঙ্গত আইন দ্বারা তাহা সম্পন্ন করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি অধিকাংশ সরিকগণ ঐক্য না হয় তাহা হইলে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইবে না, আবার ম্যানেজার নিযুক্ত না হইলে কোন সরিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না। এমত স্থলে যে কত দূর অসুবিধা হইবে, তাহা বলা যায় না। বৈকুণ্ঠ বাবু যে বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আইন করেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। গবর্ণমেণ্ট সম্যক পর্য্যালোচনা না করিয়া অনেক আইন করেন, তাহার এক প্রধান উদাহরণ ১৮৬৯ সালের আট আইন। ঐ আইনানুসারে বিচার করিতে বিচারকেরা সদা সর্ব্বদা জালাতন হইয়া থাকেন। তাহার পর এই আইন পাস হইলে বাঁটওয়ারার ধুম পড়িয়া যাইবে। অনেক বিষয়ই বাটওয়ারা হইয়া যাইবে। এরূপ পাঁচ সরিক একত্র করিতে যাইয়া সকল বিষয় পাঁচ ভাগ হইয়া যাইবে, এই রূপ তন্ন২ ভাগ বাটওয়ারা হইলে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। মোকর্দ্দমার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে। যে স্থলে বহু দিবসাবধি, এজমালির প্রজা, সরিকগণকে খাজানা দিয়া আসিতেছে, এই আইন পাস হইলে, তাহারা আর খাজানা দিবে না, সুতরাং যেখানে বিবাদ নাই, এ আইন দ্বারা, সেখানেও বিবাদ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের দেশে সকল সম্পত্তিই ভাগের বিষয় হইবে সুতরাং হয় সকল বিষয়েই ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে, না হয় সকল ভূসম্পত্তি ভাগ বাঁটওয়ারা হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। সামান্য অংশীদারগণ, প্রবল অংশীদারকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে অতএব এরূপ অসঙ্গত পাণ্ডুলিপি কখনই অনুমোদনীয় নহে।

শ্রীযুত রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর তৎ পরে বলেন যে, এই আইন সমন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ হইল, তাহাতে বোধ হয়, এসম্বন্ধে সকল কথাই বলা হইয়াছে। এ আইন সর্ব্ব প্রকার ভূসম্পত্তির উপর বর্ত্তিবে। এরূপ আইন পাস্ হইলে, সর্ব্ব প্রকার ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের বিশেষ হানি হইবার সম্ভব, সুতরাং এ আইন কখনই শ্রেয়স্কর নহে। আইন দ্বারা লাভ অল্প, কিন্তু ক্ষতি অধিক। [illegible] অনেক সরিক হইলে, উভয় জমদার ও প্রজার অসুবিধা স্বীকার করি, কিন্তু এ রূপ আইন তৎপক্ষে ভাল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আমার মতে ইহার প্রতিবাদ করা উচিত। আর আমার বিবেচনায় এক্ষণে জমিদারগণের কর্ত্তব্য, যে এ সকল বিষয়ে এমন উপায় অবলম্বন করেন, যাহাতে আর আইন আদালতের প্রয়োজন না হয়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়